FEDERATION OF BANGLADESH CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY

Media Monitoring Report of FBCCI

on

45th meeting of the Consultative Committee of National Board of Revenue (NBR)

held on April 30, 2025

A creation of PR & Communications Department

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩৬
samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
বৃহস্পতিবার
১ মে ২০২৫
১৮ বৈশাখ ১৪৩২ । ২ জিলকদ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা
সমকাল

হয়রানির অবসান চান ব্যবসায়ীরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

কর আদায়ের নামে হয়রানি ও জটিলতার অবসান চেয়েছেন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীরা। একই সঙ্গে উৎপাদন পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ ও গ্যাস নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তারা। আগামী অর্থবছরের বাজেট সামনে রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর যৌথ আয়োজনে এনবিআরের পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় এ দুটি বিষয়ে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ ছিল বেশি।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান সভাপতিত্ব করেন। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ এবং ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুল খান। সঞ্চালনা করেন এফবিসিসিআইর প্রশাসক হাফিজুর রহমান।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ভ্যাট আদায়ে কিছু অযৌক্তিক কাগজপত্র জমা দিতে হয়। এগুলো ভ্যাট কর্মকর্তারা আটকে রেখে অযথা সময়ক্ষেপণ করেন। এতে ব্যবসায়ীরা নানা ঝামেলায় পড়েন। এসব পরিহার করতে হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেড়েছে উল্লেখ করে বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ বলেন, এক সময় বস্ত্র খাতের যন্ত্রাংশ আমদানিতে ছাড়পত্র বিটিএমএর পক্ষ থেকেই দেওয়া হতো। কিন্তু এনবিআর পুরো বিষয়টি নিজের হাতে নেওয়ার পর জটিলতা বেড়েছে। প্রতিটি ধাপে ছাড়পত্র নিতে হয়। দেখা যায়, ৩০ হাজার টাকা শুল্ককর জমা দিতে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়।

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেন, তারা কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেও দুই বছরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না। তার ভাষায় 'আমরা বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য ডাকছি। অথচ নিজের দেশের উদ্যোক্তারা জ্বালানি সংকটে ভুগছেন।'

মোস্তফা কামাল বলেন, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর অনেকের ব্যাংক হিসাব এবং করনথি তল্লাশি করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া ঢালাওভাবে তল্লাশি করে ব্যবসায়ীদের যাতে হয়রানি করা না হয়, সে জন্য এনবিআরের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

বিজিএমইএর প্রশাসক আনোয়ার হোসেন বলেন, এইচএস কোড নিয়ে বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে। এগুলো দূর করতে হবে। তিনি বলেন, ফাইবার রিসাইকেলের ক্ষেত্রে মোট ২২ শতাংশ ভ্যাট রয়েছে। অথচ অন্যান্য দেশ এ ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেয়। তাই তিনি এ ভ্যাট অব্যাহতির দাবি জানান।

এমসিসিআইর সিনিয়র সহসভাপতি হাবিবুল্লাহ এন করিম বলেন, করের আওতা সম্প্রসারণের আলোচনা হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। এতে যারা কর দেন, তাদের ওপর প্রতিনিয়ত চাপ বাড়ছে। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ দরকার। তাছাড়া ব্যবসা পরিচালনার অনেক খরচ অনুমোদন হয় না। তাই ঘোষিত হারের চেয়ে কার্যকর কর অনেক বেড়ে যায়।

ঢাকা চেম্বারের সিনিয়র সহসভাপতি রাজীব চৌধুরী বলেন, সরকারের মোট রাজস্বের ৮৪ শতাংশ আসছে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে। অন্যান্য জেলা থেকে রাজস্ব আসছে না। এসব জেলা থেকে কর আদায় বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে তিনি কর প্রদান সহজ করার ওপর জোর দেন।

সভায় ব্যবসা ও বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান বিডা ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। তিনি সুনির্দিষ্ট এবং গঠনমূলক বাজেট প্রস্তাবনা দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক-সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন এফবিসিসিআইর প্রশাসক হাফিজুর রহমান। ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের জন্য বার্ষিক করমুক্ত আয়সীমা ১ লাখ টাকা বাড়িয়ে সাড়ে ৪ লাখ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। তৈরি পোশাকসহ সব রপ্তানির বিপরীতে প্রযোজ্য উৎসে কর হার ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে আগের মতো ০.৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা, কার্যকরি কর হার কমিয়ে আনা এবং শিল্প পরিচালনার ব্যয় কমানোতে আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আয়করের (এআইটি) হার ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৬ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩৬
বৃহস্পতিবার
১ মে ২০২৫
১৮ বৈশাখ ১৪৩২ । ২ জিলকদ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা
samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল
নগর সংস্করণ

বাজেটে প্রত্যাশার ফুলঝুরি থাকবে না

অর্থ উপদেষ্টা

সমকাল প্রতিবেদক

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতির কারণে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা বাড়বে। তাই দেশের ব্যবসায়ীদেরও প্রতিযোগী হতে হবে। অনেকেই কর অব্যাহতি বা কর রেয়াতি সুবিধা চান। ব্যবসায়ীদের বুঝতে হবে কর অব্যাহতির দিন চলে গেছে। রাজস্ব আয় বাড়ানো নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাপ আছে। তা ছাড়া ব্যবসায়ীরা যে কর দেন, তার সুবিধাও তারা ভোগ করবেন।

বুধবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আগামী অর্থবছরের বাজেট নিয়ে এনবিআরের পরামর্শক কমিটির সভায় তিনি এ কথা বলেন। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বিগত সময়ে বড় বাজেট দেওয়া হতো, কিন্তু পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতো না। এবারের বাজেটে প্রত্যাশার ফুলঝুরি থাকবে না, বাস্তবসম্মত হবে। একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ আরও সহজ করার বিষয়ও থাকবে। অর্থাৎ এমনভাবে করা হবে যেন এই সরকার চলে গেলেও মানুষ বলে– বাজেট ভালো হয়েছিল। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, সরকারে দায়িত্বে থাকায় এখন অনেক গালমন্দ খেতে হচ্ছে। সরকারের ভুলত্রুটি থাকতে পারে। তবু সরকার চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষকে স্বস্তিতে রাখতে।

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩৬ samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
বৃহস্পতিবার
১ মে ২০২৫
১৮ বৈশাখ ১৪৩২ । ২ জিলকদ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা
সমকাল
নগর সংস্করণ

তাহলে ব্রাজিলে যাওয়া হচ্ছে না আনচেলত্তির ▶ ১৪

মাসরুর রিয়াজের নিবন্ধ
বাংলাদেশ-জাপান ইপিএ দ্রুত বাস্তবায়ন যে কারণে জরুরি ▶ ৪

রিজার্ভ ২২ বিলিয়ন ডলারে ▶ ১২

মূল কাগজের ভেতরে ফিচার আয়োজন
নন্দন

ব্যয়ের মহোৎসব করা হতো

❙ বাণিজ্য উপদেষ্টা

■ **সমকাল প্রতিবেদক**

বিগত সময়ে 'ব্যয়ের মহোৎসবের' বাজেট করা হতো– মন্তব্য করে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, ওই সময় বিভিন্ন প্রকল্পে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করা হতো, যেন ব্যয় করাটা ঈদ পালন করার মতো। যেটার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে তা করা হয়েছে। এবার লক্ষ্যভিত্তিক ও ন্যায়সংগত বাজেট হবে, যা বাস্তবায়ন করা যাবে। গতকাল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এনবিআরের পরামর্শক কমিটির সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, কর ন্যায্যতা কায়েম করা না গেলে সমাজে এক ধরনের দুর্বৃত্তায়ন হয়। আর দুর্বৃত্তরাই বারবার ক্ষমতায় আসে, ক্ষমতায় এসে এমন একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যা অতীতে দেখা গেছে। ব্যবসায়ী পরিচয় দিতে অনেক সময় লজ্জাও লাগত। কারণ বিগত সংসদে ব্যবসায়ীরা প্রতিনিধিত্ব করে দুর্বৃত্তায়নকে অনেকটা সাংবিধানিক রূপ দিয়ে ফেলেছিলেন। এ সময় তিনি ব্যাংকের সুদহার প্রসঙ্গে বলেন, ফ্যাসিস্ট আমলে নয়ছয় নিয়ম করে অর্থনীতির বড় ক্ষতি করা হয়েছে, যার রেশ এখনও রয়েছে।

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৬ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩৬ samakal.com TheDailySamakal samakaltw অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

বৃহস্পতিবার
১ মে ২০২৫
১৮ বৈশাখ ১৪৩২ । ২ জিলকদ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা

সমকাল

নগর সংস্করণ

তাহলে ব্রাজিলে যাওয়া হচ্ছে না আনচেলত্তির ▶ ১৪

মাসরুর রিয়াজের নিবন্ধ
বাংলাদেশ-জাপান ইপিএ দ্রুত বাস্তবায়ন যে কারণে জরুরি ▶ ৪

রিজার্ভ ২২ বিলিয়ন ডলারে ▶ ১২

মূল কাগজের ভেতরে ফিচার আয়োজন
নন্দন

করপোরেট কর হার কমানো সম্ভব নয়

এনবিআর চেয়ারম্যান

সমকাল প্রতিবেদক

কীভাবে সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ তৈরি করা যায়– আগামী বাজেটে সেদিকেই বেশি ফোকাস থাকবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। বুধবার রাজধানীতে আগামী অর্থবছরের বাজেট বিষয়ে এনবিআরের পরামর্শক কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা জানান তিনি।

এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, সব দাবিদাওয়া মানা সম্ভব নয়। তবে করহার যৌক্তিকীকরণ হবে। যারা নিয়মিত কর দেন তাদের বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ থাকবে।

শুল্ককর বাড়ানোর বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষ থাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এনবিআরকে সব দিকে নজর দিতে হয়। করপোরেট কর কমাতে কমাতে সাড়ে ২২ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে। আর কমানো সম্ভব নয়। তিনি বলেন, এনবিআর এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে কর ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশন একটি বড় ভূমিকা রাখবে। ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সেবা ও অভিযোগ নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তিনি বলেন, ব্যবসার বিভিন্ন স্তরে ভ্যাটের বিভিন্ন হার রয়েছে। একক হার করলে সবার জন্য সুবিধা হবে। তবে বিভিন্ন স্তরে সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com
ঢাকা ১ মে ২০২৫ | ১৮ বৈশাখ ১৪৩২ | ২ জিলকদ ১৪৪৬ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ৮৫
বৃহস্পতিবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

খেলা | চট্টগ্রামে জয়ের নেপথ্যে
দশদিগন্ত | সীমান্তে গভীর সুড়ঙ্গ পাকিস্তানের
facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor
সম্পাদকীয় | মে দিবস অমর হোক
আনন্দ নগর | উচ্ছ্বাসে ভাসলেন মেহজাবীন

পরামর্শক সভায় অর্থ উপদেষ্টা

বাস্তবায়নযোগ্য বাস্তবসম্মত বাজেট করা হবে

যুগান্তর প্রতিবেদন

এবার বাস্তবায়নযোগ্য ও বাস্তবসম্মত বাজেট করা হবে। ফ্যাসিস্ট সরকারের মতো বাজেটে ব্যয়ের মচ্ছব থাকবে না। বাজেটে ব্যবসা সহজীকরণের পাশাপাশি ব্যবসা পরিচালনার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার চেষ্টা থাকবে। একই সঙ্গে পরবর্তী সরকারের জন্য রূপরেখাও থাকবে। বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে আগামী অর্থবছরের বাজেটসংক্রান্ত পরামর্শক সভায় এ আভাস দিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। সভায় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনও একই ইঙ্গিত দেন।

এনবিআর ও এফবিসিসিআই যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। এফবিসিসিআই প্রশাসক হাফিজুর রহমান সভা সঞ্চলনা করেন।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, এবার বাস্তবায়নযোগ্য ও বাস্তবসম্মত বাজেট করা হবে। শপিং লিস্ট বা উইশ লিস্টের ভিত্তিতে বাজেট করা হবে না, যেমনটা চিরাচরিত। আমরা যেটা বলব, সেটা করার চেষ্টা করব।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঋণ পেতে শক্ত নেগোসিয়েশনের মধ্যে আছি। আজ একটি সংস্থার সঙ্গে আলোচনা হবে। তবে আইএমএফের ঋণের ব্যাপারে আমরা খুব একটা চিন্তিত নই। ইতোমধ্যে সামষ্টিক অর্থনীতিতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

বাস্তবায়নযোগ্য বাস্তবসম্মত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ও ওপেকের সঙ্গে ঋণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা বেশ ইতিবাচক।

তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ ভালো। কিন্তু আমরা নিজেরাই মাঝে মধ্যে নেতিবাচক বলি। তখন বিদেশিদের বোঝাতে কষ্ট হয়। আলোচনায় অসুবিধা হয়। কর অব্যাহতির যুগ চলে গেছে মন্তব্য করে সালেহউদ্দিন বলেন, রাজস্ব আয় বাড়ানো নিয়ে চ্যালেঞ্জ আছে। কারণ রাজস্ব আয় বাড়ানো না গেলে সরকার চালানো যাবে না, ব্যবসায়ীদেরও প্রণোদনা দেওয়া যাবে না।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ফ্যাসিস্ট আমলে ব্যয়ের মহোৎসবভিত্তিক বাজেট হতো। যার প্রয়োজন ছিল না। সব মন্ত্রণালয়ে একই অবস্থা। অন্তর্বর্তী সরকার বাস্তবতার ভিত্তিতে বাজেট করবে। লক্ষ্যভিত্তিক বাজেট তৈরি করবে। যার মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি আরও বলেন, এক কোটির বেশি টিআইএনধারী আছে। এর মধ্যে ৪০ লাখ রিটার্ন দেয়। যারা রিটার্ন জমা দেয়, তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ আবার শূন্য রিটার্ন দেয়। ব্যবসায়ীরা কখনো নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জরিপ চালিয়ে দেখেছে তার কত জন কর্মী শূন্য রিটার্ন দিয়েছে। কখনো জানতে চেয়েছে কেন শূন্য রিটার্ন দিচ্ছে। দায়টা সরকারের ওপর চাপানো খুব সহজ।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, সবাই কর অব্যাহতি চায়। অথচ রাষ্ট্র চালাতে রাজস্বের দরকার আছে। এনবিআরকে প্রতিবছর অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের দায় দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কর ন্যায্যতা তৈরি করতে না পারলে সমাজে দুর্বৃত্তায়ন হয়। দুর্বৃত্তরা ক্ষমতায় আসে। তারা ক্ষমতায় এসে এমন অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে যেটা অতীতে আমরা দেখেছি। বিগত সংসদে ব্যবসায়ীরা প্রতিনিধিত্ব করে যেভাবে সাংবিধানিক রূপ দিয়েছে। তাই মাঝে মাঝে ব্যবসায়ী পরিচয় দিতে লজ্জা লাগে। বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, এখন বিনিয়োগের চেয়ে বড় ইস্যু হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। বেসরকারি খাতের সহায়তা ছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করছি সরকারকে ব্যবসা করা থেকে সরিয়ে আনতে। ব্যবসায়ীরাই ব্যবসা করবেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের কর কাঠামোয় সমস্যা আছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাদের মার্কেট বেশি, তাদের ট্যাক্স শেয়ার কিন্তু বেশি নয়। আবার কোথাও ফিনিশড গুডসের চেয়ে কাঁচামালের শুল্ক বেশি আছে।

এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেন, সরকার চালানোর জন্য রাজস্ব প্রয়োজন। সেই রাজস্ব কোন জায়গা থেকে আসে, তার ওপর নির্ভর করে আমরা কতটুকু সভ্য হয়েছি। আমাদের রাজস্বের এখনো দুই-তৃতীয়াংশ গরিবরাই দেন, এটাই বাস্তবতা। অথচ উন্নত দেশে উলটো চিত্র, তাদের রাজস্বের বেশিরভাগই আসে প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর থেকে। তিনি আরও বলেন, মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাটের একটি হার হওয়ার উচিত। কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি প্রয়োজন। করপোরেট কর কমানো হয়েছে। এটি আর কমানো সম্ভব নয়। এবারের বাজেটে ব্যবসা সহজীকরণে এনবিআর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। পাশাপাশি ব্যবসা পরিচালনার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার চেষ্টা থাকবে।

এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের এখানে আইনের শাসন নেই, সুশাসনের সিরিয়াস ইস্যু আছে। এজন্য যারা কর ফাঁকি দেয়, তারা সহজে পার পেয়ে যেতে পারে। এনবিআরেরও রাজস্ব ফাঁকি বন্ধের চেষ্টার অভাব আছে। এটা বন্ধ করতে হলে ব্যবসায়ী ও এনবিআর উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মইনুল খান বলেন, বাংলাদেশের গড় ট্যারিফ ৫৮ শতাংশ, যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাছাড়া অনেক পণ্যে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা আছে, যা টাকা পাচারের ক্ষেত্র তৈরি করছে। এটা প্রত্যাহার করলে অপবাণিজ্যের পথ বন্ধ হবে।

ব্যবসায়ীরা যা বললেন : সভায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত চেম্বার সভাপতি এবং খাতভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা অংশ নেন। বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, রপ্তানিমুখী ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও চালানের জন্য রাস্তায় ট্রাক আটকে রাখা হয়। চালানের বিধান বিলুপ্ত করার দাবি জানান তিনি। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিশেয়নের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ও সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। জ্বালানি আমদানিতে ৬ শতাংশ শুল্ক-কর রয়েছে। এটি প্রত্যাহার করে গ্যাসের দাম কমানো সম্ভব। তিনি আরও বলেন, এক সময় টেক্সটাইল মিলের যন্ত্রাংশ আমদানিতে বিটিএমএ সনদ ইস্যু করতে পারত। এ নিয়ে তখন কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু এটি এনবিআরে নিয়ে যাওয়ার পর হয়রানি শুরু হয়েছে। ৩০ হাজার টাকা শুল্কের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হয়। সেই গ্যারান্টি তুলতে আবার ৫০ হাজার টাকা ঘুস দিতে হয়। পোশাক শিল্পের মতো টেক্সটাইল শিল্পের করপোরেট কর ১২ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব দেন তিনি।

মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করে গত দুই বছরেও গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। আমরা বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য ডাকছি। অথচ নিজের দেশের উদ্যোক্তারা জ্বালানি সংকটে ভুগছেন। এটা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কারণ বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিনিয়োগের জন্য আবশ্যক। হয়রানি কমাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আদলে দেশি বিনিয়োগকারীদের ওয়ানস্টপ সার্ভিস দেওয়ার দাবি জানান স্টিল ম্যানুফেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাসুদুর রহমান। লালমনিরহাট চেম্বারের সভাপতি বলেন, দুই মাসে ব্যাংক ঋণের সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৫-১৬ শতাংশ হয়েছে। এটা দুঃখজনক। ব্যবসায়ীরা এত মুনাফা করতে পারে না।

আংশিক নয় পুরো সত্য
কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার
১ মে ২০২৫ । ১৮ বৈশাখ ১৪৩২
২ জিলকদ ১৪৪৬
আজ ১৬ পৃষ্ঠা

ব্যবসা টেকাতে করছাড় প্রয়োজন

সভায় ব্যবসায়ী নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতির মধ্যে কোনো অস্থিরতা না থাকলেও এক ধরনের অনিশ্চয়তা আছে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নতুন করে বিনিয়োগ ও পুরনো বিনিয়োগ সম্প্রসারণে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে ব্যবসা-বাণিজ্যের করুণ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য বিভিন্ন খাতে কর ছাড় সুবিধা চেয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

গতকাল বুধবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও এফবিসিসিআইয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় ব্যবসায়ীরা এসব কথা বলেন। একই সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও আইনের মারপ্যাঁচে বিভিন্ন জটিলতার বিষয় তুলে ধরে তার সমাধান চেয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় পরামর্শক সভায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত চেম্বার সভাপতি এবং খাতভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা অংশ নেন। তবে সময়ের স্বল্পতার কারণে মোট ৪২ জন ব্যবসায়ী তাঁদের মতামত তুলে ধরতে পেরেছেন। এ ছাড়া সবাই তাঁদের প্রস্তাব লিখিত আকারে পাঠিয়েছেন।

পরামর্শক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। আরো উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন, এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিশেয়নের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। জ্বালানি আমদানিতে ৬ শতাংশ শুল্ককর রয়েছে। এটি প্রত্যাহার করে গ্যাসের দাম কমানো সম্ভব। এক সময় টেক্সটাইল মিলের যন্ত্রাংশ আমদানিতে বিটিএমএ সনদ ইস্যু করতে পারত। তখন কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু এনবিআরে নিয়ে যাওয়ার পর হয়রানি শুরু হয়েছে। ৩০ হাজার টাকা শুল্কের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হয়। সেই গ্যারান্টি তুলতে আবার ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়।' পোশাকশিল্পের মতো টেক্সটাইল শিল্পের করপোরেট কর ১২ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব দেন তিনি।

পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় গতকাল অতিথিরা

করমুক্ত আয়সীমা সাড়ে ৪ লাখ টাকা করার দাবি

রপ্তানির উৎসে কর ০.৫০ শতাংশ

তথ্য-প্রযুক্তি খাতে ২০৩১ সাল পর্যন্ত কর অব্যাহতি

প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির ওপর কর প্রত্যাহার

দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি শিল্প গ্রুপের চেয়ারম্যান বলেন, 'অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেও গত দুই বছরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। আমরা বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য ডাকছি। অথচ নিজের দেশের উদ্যোক্তারা জ্বালানি সংকটে ভুগছেন। এটা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কারণ বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিনিয়োগের জন্য আবশ্যক।'

তিনি বলেন, 'দেশের জাহাজশিল্পে যন্ত্রপাতিতে ১ শতাংশ শুল্ক ছিল। কয়েক মাস আগে শুল্ক বাড়িয়ে ৭.৫ শতাংশ করা হয়। ফলে গত পাঁচ-ছয় মাসে একটি জাহাজও কেনা হয়নি। গত বছর এই খাত থেকে ৭৮ কোটি ডলার এসেছে। জাহাজশিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক ১ শতাংশে নামিয়ে আনলে তা কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাড়াতে সহায়তা করবে।'

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'রপ্তানিমুখী শিল্প ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলেও চালানের জন্য রাস্তায় ট্রাক আটকে রাখা হয়।' চালানের বিধান বিলুপ্ত করার দাবি জানান তিনি। বারভিডার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'মাইক্রোবাসকে বর্তমান বিবেচনায় পাবলিক পরিবহন হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এ খাতে এসডি কমালে দেশে পাবলিক পরিবহনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।'

টার্নওভার কর ও ভ্যাট কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে পঞ্চগড় চেম্বার। হয়রানি কমাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আদলে দেশি বিনিয়োগকারীদের ওয়ানস্টপ সার্ভিস দেওয়ার দাবি জানান স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাসুদুর রহমান। এ ছাড়া ব্যবসায়ীরা বলছেন, এনবিআর করজাল বাড়ানোর কথা বলেছে। তবে বাস্তবতা হলো, যাঁরা কর দেন, তাঁদের ওপর আরো বেশি করের চাপ আসে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেকের ব্যাংক হিসাব, করনথি তল্লাশি করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া ঢালাওভাবে তল্লাশি করে ব্যবসায়ীদের হয়রানি না করার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার
১ মে ২০২৫
১৮ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ। ২ জিলকদ ১৪৪৬ হিজরি
১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১২ টাকা
রেজি-ডিএ ৮৪। ৭২তম বর্ষ। ১২৪তম সংখ্যা
THE DAILY ITTEFAQ
www.ittefaq.com.bd

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

বাজেট উপলক্ষ্যে এনবিআর ও এফবিসিসিআইয়ের সভা

কর অব্যাহতির দিন চলে গেছে, এবার বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেব : অর্থ উপদেষ্টা

আইএমএফের চাপে আছি, রাজস্ব বাড়াতে হবে, সরকারও চালাতে হবে ● যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা দরকষাকষি করব, তবে পালটা শুল্ক ইস্যুতে তাদের চটাব না ● খরচের মহোৎসব পালনের জন্য আগে বাজেট প্রণয়ন করা হতো : বাণিজ্য উপদেষ্টা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এবারের বাজেট বাস্তবসম্মত হবে বলে উল্লেখ করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। কর অব্যাহতির দিন চলে গেছে—এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, আইএমএফের চাপে আছি, রাজস্ব বাড়াতে হবে, সরকারও চালাতে হবে। গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট উপলক্ষ্যে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই ও এনবিআর যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এবার বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেব। আমরা বাজেটে প্রত্যাশার ফুলঝুড়ি দেব না। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করছি। আইএমএফের ঋণের ব্যাপারে আমরা পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

কর অব্যাহতির দিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খুব একটা চিন্তিত নই—এমন মন্তব্য করেন সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, আইএমএফের ঋণের ব্যাপারে আমরা খুব একটা চিন্তিত নই। ইতিমধ্যে সামষ্টিক অর্থনীতিতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আইএমএফের সঙ্গে এখনো শর্ত মিলেনি। আমরা চেষ্টা করছি। তবে আমরা শুধু আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে কথা বলিনি। আমরা সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি।

এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে এতে আরো উপস্থিত রয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক মাহমুদ বিন হারুন। ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরেন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ, রিহ্যাবের পরিচালক আইয়ুব আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এফবিসিসিআই প্রশাসক হাফিজুর রহমান।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমরা যা বলব, তা করার চেষ্টা করব। আমরা চলেও গেলেও যাতে মানুষ বলে—বাজেট ভালো হয়েছিল। বড় বাজেট দেওয়া যেত, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হতো না। কিন্তু আমরা যে বাজেট দিতে চাই, তা বাস্তবায়ন করতে চাই।

ট্রাম্পের শুল্কনীতির বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পালটা শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা দরকষাকষি করব। তবে পালটা শুল্ক ইস্যুতে তাদের চটাব না। এ নিয়ে আলোচনার জন্য ৯০ দিন সময় আছে। এর মধ্যে বিষয়টির সমাধান না হলে আমরা আরো সময় চাইব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, খরচের মহোৎসব পালনের জন্য আগে বাজেট প্রণয়ন করা হতো। অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে একটি বাস্তবভিত্তিক বাজেট তৈরি করা এবং বাজেটের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, আমরা ব্যয়ভিত্তিক নয়, একটি লক্ষ্যভিত্তিক বাজেট তৈরির পরিকল্পনা করছি। আমি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে ব্যয় করাটা যেন ঈদ পালন করার মতো ছিল। এমনভাবে ব্যয়ের কোনো প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। এ সময় তিনি আরো বলেন, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যদি কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা না হয়, তাহলে সমাজে দুর্বৃত্তায়ন হয়। দুর্বৃত্তরা ক্ষমতায় আসে এবং ক্ষমতায় এসে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে।

এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমনান বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আগামী বাজেটের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট অংশীজনদেন প্রত্যাশা ব্যাপক। ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টের গণ আন্দোলনের চেতনাকে সামনে রেখে বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন এবং অন্য সংশ্লিষ্ট বিষগুলো বিবেচনা নিয়ে আগামী অর্থ বছরের জন্য একটি বিনিয়োগ ও ব্যবসা বান্ধব জাতীয় বাজেট প্রণীত হবে বলে এফবিসিসিআই বিশ্বাস করে। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিন্টু, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মইনুল খান, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেও গ্যাস-বিদ্যুৎ পাচ্ছি না:

কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেও দুই বছরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল। আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, আমরাসহ অনেকেই কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চলে (ইজেড) বিনিয়োগ করেছি। আমরা ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছি। তবে দুই বছরেও গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাওয়া পাচ্ছি না। আমরা বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য ডাকছি। অথচ নিজের দেশের উদ্যোক্তারা জ্বালানিসংকটে ভুগছেন। এটা অবশ্যই গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। কারণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিনিয়োগের জন্য আবশ্যক। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেকের ব্যাংক হিসাব, করনথি তল্লাশি করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া ঢালাওভাবে তল্লাশি করে ব্যবসায়ীদের হয়রানি যেন না হয়, সে জন্য এনবিআরের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি। জাহাজশিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক কমানোর দাবি জানিয়ে মোস্তফা কামাল বলেন, দেশের জাহাজশিল্পে যন্ত্রপাতিতে ১ শতাংশ শুল্ক ছিল। ১৯৯৬ সালে জাহাজকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক মাস আগে শুল্ক বাড়িয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা হয়। ফলে গত পাঁচ-ছয় মাসে একটি জাহাজও কেনা হয়নি।

৩০ হাজার টাকার শুল্কের জন্য ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়:

ব্যবসা-বাণিজ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বস্ত্রমালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ। আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, একসময় বিটিএমএ যন্ত্রাংশ আমদানি করত। যথাযথ হারে শুল্কও দেওয়া হতো। এ নিয়ে বিতর্ক হয়নি। ছাড়পত্র বিটিএমএর পক্ষ থেকেই দেওয়া হতো। কিন্তু এনবিআর পুরো বিষয়টি নিজের হাতে নেওয়ার পর জটিলতা বেড়েছে। প্রতিটি ধাপে ছাড়পত্র নিতে হয়। সেই সঙ্গে দেখা যায়, ৩০ হাজার টাকা শুল্ক কর জমা দিতে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। এ বাস্তবতায় তার পরামর্শ, এনবিআর নিজের সম্পদ গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করুক। করপোরেট কর প্রসঙ্গে বিটিএমএর প্রস্তাব, দেশের তৈরি পোশাক খাতে যে ১২ শতাংশ করারোপ করা হয়েছে, তাদের জন্যও সেই একই হারে করারোপ করা হোক।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha

রাজস্ব আয় বাড়াতে সরকারের ওপর চাপ আছে

রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সভায় অর্থ উপদেষ্টা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ আগামী বাজেট পূর্বের মতো চিরাচরিত না হয়ে বরং বাস্তবসম্মত হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দীন আহমেদ। একই সঙ্গে রাজস্ব আয় বাড়াতে সরকারের ওপর চাপ আছে জানিয়ে তিনি ব্যবসায়ীদের কর রেয়াত নেওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসারও আহ্বান জানান। বুধবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট উপলক্ষে শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআই ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) যৌথ উদ্যোগে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, রাজস্ব আয় বাড়াতে ব্যবসায়ীরা সহানুভূতিশীল হলে সরকারও সহানুভূতিশীল হবে। সরকারকে কর দিলেই রেয়াত বা সুবিধা নিতে হবে, এমন ধারণা পরিহার করতে হবে। ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বাড়বে। ব্যবসায়ীদেরও প্রতিযোগী হতে হবে। ব্যবসায়ীরা কর দিলে সুবিধা পাবেন। কিন্তু অনেকেই কর অব্যাহতি বা কর রেয়াতি সুবিধা চায়। ব্যবসায়ীদের বুঝতে হবে অব্যাহতির দিন চলে গেছে। রাজস্ব আয় বাড়ানো নিয়ে এ সরকারের ওপর অনেক চাপ আছে। ব্যবসায়ীরা যে কর দেন তার সুবিধাও তারা ভোগ করবেন।

তিনি বলেন, এবার বাস্তবসম্মত বাজেট করা হবে। চিরাচরিত বাজেটের মতো করব না। আমরা যা বলব তা করার চেষ্টা করব। আমরা চলে গেলেও যাতে মানুষ বলে বাজেট ভালো হয়েছিল। আগে বড় বাজেট দেওয়া হতো, কিন্তু বাস্তবায়ন হতো না। তবে আমরা যে বাজেট দিতে চাই, তা বাস্তবায়ন করতে চাই।

ড. সালেহউদ্দীন বলেন, দেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বেশকিছু বিনিয়োগকারীর সঙ্গে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের সঙ্গেও

(২ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

রাজস্ব আয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা হচ্ছে। শুধু সরকারি খাত নয়, বেসরকারি খাতের টেকসই উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। আমাদের ভুলত্রুটি হতে পারে, তবে আমরা আপনাদের জন্যই কাজ করছি। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে চেষ্টা করছে সরকার।

এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে এবং এফবিসিসিআই প্রশাসক হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এ ছাড়া সম্মানিত অতিথি ছিলেন বিডা ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, এনবিআর এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে কর ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন একটি বড় ভূমিকা রাখবে। ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সেবা ও অভিযোগ নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ডিজিটাইজেশন প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলে জানান তিনি।

এ সময় আমাদের দেশে প্রাপ্ত রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ গরিবরা দেয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, উন্নত দেশে যেখানে প্রত্যক্ষ করের ওপর নির্ভর করে রাজস্ব আদায় হয় সেখানে আমাদের দেশে পরোক্ষ করের ওপর নির্ভর করা হয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, আমরা যদি ব্যবসায়ী এবং এনবিআরের মধ্যে একটি যৌথ সংযোগ এবং দু-পক্ষের মধ্যে একটি আস্থার সম্পর্ক তৈরি করতে পারি তা হলে আমরা কর ন্যায্যতা তৈরি করতে পারব। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা না গেলে সমাজে দুর্বৃত্তায়ন হয় এবং দুর্বৃত্তরা ক্ষমতায় এসে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। বিগত সংসদে ব্যবসায়ীরা প্রতিনিধিত্ব করে দুর্বৃত্তায়নকে

প্রথম আলো

বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেবে অন্তর্বর্তী সরকার

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ । ফাইল ছবি

আগামী অর্থবছরের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেবে অন্তর্বর্তী সরকার–এমনটাই বলেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ‘আমরা বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেব। আমরা বাজেটে প্রত্যাশার ফুলঝুড়ি দেব না। আগে বড় বড় বাজেট অনুমোদন করা হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা যে বাজেট দেব, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করব।’

গতকাল বুধবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট সামনে রেখে এনবিআর এবং ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই) এই সভার আয়োজন করে।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান, ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুল খান, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু ও সংগঠনটির বর্তমান প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

করছাড় বা কর রেয়াতের দিন চলে গেছে বলে মন্তব্য করেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ‘রেয়াতের দিন চলে গেছে। আইএমএফের চাপে আছি। রাজস্ব বাড়াতে হবে। সরকারও চালাতে হবে। কোনো খাতে রেয়াত দেওয়া মানে, সেখান থেকে কর পাব না।’ তিনি আরও বলেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা দর-কষাকষি করব। তবে পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে তাদের চটাব না। এ নিয়ে আলোচনার জন্য ৯০ দিন সময় আছে। এর মধ্যে বিষয়টির সমাধান না হলে আমরা আরও সময় চাইব।’

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, ‘বিগত সময়ে খরচের মহোৎসবের বাজেট করা হতো। আমরা ব্যয়ভিত্তিক নয়, একটি লক্ষ্যভিত্তিক বাজেট তৈরির পরিকল্পনা করছি।’ তিনি আরও বলেন, বিগত সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করা হতো, ব্যয় করাটা যেন ঈদ পালন করা। যেটার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে তা করা হয়েছে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, প্রতিবছর এনবিআরকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের দায় দেওয়া হচ্ছে। তখন এনবিআরও গণহারে কর আরোপ করে। তাই ব্যবসায়ীদের দায়িত্বের সঙ্গে প্রস্তাব দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তা বাস্তবায়ন করা যায়। তিনি আরও বলেন, কর ন্যায্যতা কায়েম করা না গেলে সমাজে দুর্বৃত্তায়ন হয়। আর দুর্বৃত্তরাই বারবার ক্ষমতায় আসে।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, ‘বিনিয়োগের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চাকরির বাজার সৃষ্টি, যা বেসরকারি খাত ছাড়া সম্ভব নয়। আমরা সরকারকে ব্যবসা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। ব্যবসায়ীরাই ব্যবসা করবেন।’ তিনি বলেন, এফবিসিসিআই বাজেটে বাস্তবায়নের জন্য এক হাজার সুপারিশ দিয়েছে। সংখ্যা ১৫টি হলে চলতি বছরের মধ্যেই সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো। বাজেট নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সারা বছর সংলাপ হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

করকাঠামো যৌক্তিক করার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুল খান। তিনি বলেন, ‘দেশের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, আমাদের কাস্টমস বা শুল্ককাঠামো। বর্তমানে সর্বোচ্চ শুল্কহার ২৫ শতাংশ, যা অনেক দেশের তুলনায় বেশি। এর বাইরে সম্পূরক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক যুক্ত হয়ে পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ সৃষ্টি করে। এই করকাঠামো যৌক্তিক করা জরুরি।’

প্রথম আলো

বাজেট নিয়ে পরামর্শক সভা

করের চাপ কমানোর দাবি ব্যবসায়ীদের

আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে করের চাপ কমানোর দাবি জানিয়েছেন দেশের ব্যবসায়ী নেতারা। তাঁরা বলছেন, করজাল বৃদ্ধি না পাওয়ায় যাঁরা কর দেন, তাঁদের ওপরই করের চাপ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি করহারের চেয়েও প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি কর দিতে হয় তাঁদের। এ ছাড়া পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তারা ব্যবসায়ীদের যে হয়রানি করেন, তা বন্ধ করতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় এ দাবিগুলো জানান বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী নেতারা। এনবিআর এবং ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল বুধবার এই সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

পরামর্শক সভায় বিভিন্ন খাতের প্রায় ৪০ জন ব্যবসায়ী নেতা বাজেটে বাস্তবায়নের জন্য নানা দাবি তুলে ধরেন। শুরুতে এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান সাধারণ করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ৬৫ বছরের বেশি বয়সের করদাতাদের জন্য এই সীমা পাঁচ লাখ টাকা করার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি ও ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনায় করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো জরুরি। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নিম্ন আয়ের মানুষদের নিত্যপণ্য কিনতে আয়ের বড় অংশ ব্যয় করতে হচ্ছে। এই বাস্তবতায় বিদ্যমান করকাঠামো তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।

এ ছাড়া পণ্য রপ্তানিতে পাঁচ বছরের জন্য উৎসে কর দশমিক ৫০ শতাংশ করা, আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা, স্থানীয় পর্যায়ে সব পণ্য সরবরাহে মূসক ২ শতাংশ নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানিতে এইচএস কোডে ভুলের জন্য জরিমানার যে বিধান আছে, সেটি বাতিলের সুপারিশ করেছে এফবিসিসিআই।

অন্যদিকে বাজেটে করহার না কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। তিনি বলেন, করহার আর কমানো সম্ভব নয়। তবে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি কমানোর চেষ্টা থাকবে। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ‘ব্যবসায়ীদের সব কথা হয়তো শুনতে পারব না। কারণ, সরকারের রাজস্ব আয় কমানো যাবে না। সরকার চালাতে রাজস্বের প্রয়োজন।’

করজাল বাড়ানোর ওপর জোর

করজাল বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে মেট্রোপলিটন চেম্বারের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি হাবিবুল্লাহ এন করিম বলেন, করজাল বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হলেও কোনো অগ্রগতি নেই। দেশে ১ কোটি ১৪ লাখ করদাতা রয়েছেন। এর মধ্যে ৪৫ লাখ রিটার্ন দেন, যাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ শূন্য রিটার্ন জমা দেন। ফলে এখানে গুণগত পরিবর্তন দরকার। করজাল না বাড়িয়ে বর্তমান করদাতার ওপর বিভিন্নভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এতে রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে করদাতাদের মধ্যকার সম্পর্ক নষ্ট হয়।

সরকারের মোট রাজস্ব আহরণের ৮৪ শতাংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে আসে–এমন তথ্য দিয়ে ঢাকা চেম্বারের সহসভাপতি রাজীব চৌধুরী বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে কর আহরণ বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেই। অথচ দেশের অর্থনীতিতে ৬০-৭০ শতাংশ অবদানই এই খাতের।

তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি কর অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দাবি জানান রাঙামাটি চেম্বারের প্রতিনিধি বেলায়েত হোসেন ভূঁইয়া। তিনি বলেন, মানুষের মন থেকে করভীতি দূর করতে হবে। তাহলে স্বচ্ছন্দে কর দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে।

গ্যাস-বিদ্যুৎ চান ব্যবসায়ীরা

কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেও গ্যাস-বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন, 'আমরাসহ অনেকেই কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চলে (ইজেড) বিনিয়োগ করেছেন। আমরা ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছি। তবে দুই বছরেও গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। আমরা বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য ডাকছি। অথচ নিজের দেশের উদ্যোক্তারা জ্বালানিসংকটে ভুগছেন। এটা অবশ্যই গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে।'

মোস্তফা কামাল আরও বলেন, সবাই করজাল বাড়ানোর কথা বলেছেন। বাস্তবতা হলো, যাঁরা কর দেন, তাঁদের ওপর আরও বেশি করের চাপ আসে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেকের ব্যাংক হিসাব ও করনথি তল্লাশি করা হচ্ছে। এ ছাড়া তিনি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া ঢালাওভাবে তল্লাশি করে ব্যবসায়ীদের যেন হয়রানি করা না হয়, সে জন্য এনবিআরকে অনুরোধ জানান।

সিরামিকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিসিএমইএর সভাপতি মইনুল ইসলাম বলেন, 'গ্যাসের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে সিরামিক খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা শঙ্কিত। সিরামিক পণ্যের মূল কাঁচামাল হিসেবে যে মাটি আমদানি করা হয়, তার মধ্যে ২০-৩০ শতাংশ পানি থাকে। এটি বাদ দিয়ে শুল্কায়ন করা হলে ব্যবসায়ীরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন।'

ফ্ল্যাটের নিবন্ধন ফি কমানোর দাবি

ফ্ল্যাটের নিবন্ধন ফি কমিয়ে ৯ শতাংশ করার দাবি জানান আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাবের পরিচালক আইয়ুব আলী। তিনি বলেন, বর্তমানে ফ্ল্যাটের নিবন্ধন ফি সর্বমোট ১৮ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটি কমানো গেলে গ্রাহকেরা ফ্ল্যাট নিবন্ধনে আগ্রহী হবেন।

এ বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেন, 'নিবন্ধন ফি কমানোর ক্ষেত্রে জমি বা ফ্ল্যাটের প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে বড় সমস্যা। এটা ঠিক করা গেলে নিবন্ধন ফি ৯ শতাংশ করা হলেও সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে। এটার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। হয়তো একদিন সফল হব।'

নির্মাণ খাতের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান ইস্পাতশিল্পে সরকারের বিশেষ নজর দাবি করেন বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ মাসাদুল আলম। তিনি বলেন, 'কাস্টমসের অব্যবস্থাপনা দূর করতে হবে। এক টন স্ক্র্যাপ আনতে ১ হাজার ২০০ টাকা কর দিই। কিন্তু চালানে কোনো স্ক্র্যাপ ৫-৭ ফুট দীর্ঘ হলেও হয়রানি করা হয়। এতে সময় ও অর্থ অপচয় হয়। এখান থেকে বের হতে হবে।'

শুল্ক কমান, রপ্তানি বাড়বে

প্লাস্টিকের খেলনা তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান আমদানিতে শুল্ক কমানো হলে রপ্তানি বাড়বে বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিপিজিএমইএ) সভাপতি শামীম আহমেদ। তিনি বলেন, খেলনাশিল্প খুবই সম্ভাবনাময়। দেশে কারখানা গড়ে ওঠায় খেলনা আমদানি কমে গেছে। রপ্তানিও হচ্ছে অনেক দেশে।

সিলেট চেম্বারের প্রতিনিধি হিসকিল গুলজার বলেন, সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে পণ্য পরিবহন শুরু হয়েছে। সেখান থেকে দিনে ১২-১৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট যাচ্ছে। হ্যান্ডলিং চার্জসহ অন্যান্য মাশুল কমানো গেলে পণ্য রপ্তানি বাড়বে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেড়েছে বলে মন্তব্য করেন বস্ত্রকলমালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ। তিনি বলেন, 'একসময় যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে বিটিএমএ ছাড়পত্র দিত। কোনো বিতর্ক হয়নি। এনবিআর পুরো বিষয়টি নিজের হাতে নেওয়ার পর জটিলতা বেড়েছে। দেখা যায়, ৩০ হাজার টাকা শুল্ক-কর জমা দিতে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়।'

ভারত থেকে বেনাপোল দিয়ে সুতা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দেন তৈরি পোশাকশিল্পমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর প্রশাসক মো. আনোয়ার হোসেন।

নিট পোশাকশিল্পমালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বর্তমান প্রশাসন বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়ায় চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের সেবা মসৃণ হয়েছে। তবে বন্ড কমিশনারেট কার্যালয়ের নিচের দিকে কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। সেখানে নজর দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু।

বনিক বার্তা

এনবিআরের পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় বক্তারা

বাস্তবায়নযোগ্য হবে আগামী বাজেট থাকবে না প্রত্যাশার ফুলঝুরি

আগামী বাজেট লক্ষ্যভিত্তিক, ন্যায়ভিত্তিক ও বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট হবে। ব্যয়ের মহোৎসব ও প্রত্যাশার ফুলঝুরি থাকবে না। এনবিআরে অপারেশনাল সমস্যা সমাধানে অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশনে জোর দেয়া হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের আয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় এসব কথা বলেন দুই উপদেষ্টা ও এনবিআর চেয়ারম্যান। আগামী বাজেটে সাধারণ করদাতাদের জন্য বার্ষিক করমুক্ত আয়ের সীমা সাড়ে ৪ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করেছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই। এছাড়া নারী করদাতা ও ৬৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়সীমা ৫ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়।

রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত এ পরামর্শক সভায় প্রধান অতিথি অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেব। আমরা বাজেটে প্রত্যাশার ফুলঝুরি দেব না। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করছি।'

সভায় বিশেষ অতিথি বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'আমাদের বাজেটই করা হতো ব্যয়ের মহোৎসব করার জন্য। কিন্তু এবার আমরা লক্ষ্য ও ন্যায়ভিত্তিক বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেব। প্রস্তাবগুলোতে ম্যাক্রো চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনো কথাবার্তা নেই। প্রস্তাবগুলো অনেক বেশি বিস্তৃত ও অস্পষ্ট। আমরা কি আমাদের নিজস্ব কোম্পানিতে বা প্রতিষ্ঠানে রিটার্ন দাখিল নিশ্চিত করেছি। শুধু সরকারকে দায় দেয়ার আগে নিজেদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা সবাই সব ধরনের কর অব্যাহতি যাচ্ছি। কিন্তু সরকার ও দেশ চালাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দরকার হয়। প্রতি বছরই এনবিআরকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের দায় দেয়া হচ্ছে। আমরা যখন দায়িত্ব না নিয়ে এনবিআরকে প্রস্তাব দেব, এনবিআরও দায়িত্ব না নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কর আমাদের ওপরে আরোপ করবে। ঢাউস সাইজের প্রস্তাব না দিয়ে নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে হবে। করদাতা ও কর গ্রহীতার মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, 'সরকারকে ব্যবসা করা থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছি, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবেন। এক হাজারের বেশি প্রস্তাব দিয়েছে এফবিসিসিআই। কত দিনে পড়ে শেষ করব, বুঝব এগুলো যৌক্তিক কিনা? এত প্রস্তাব দিলে সরকারের পক্ষে প্রয়োগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক হাজারের বদলে যদি ১৫টা সাজেশন দেন, তাহলে আমাদের পক্ষে প্রয়োগ করা সম্ভব। একদিনে এক হাজার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা না করে সারা বছর ধরে আলোচনা করা যেতে পারে।' বেসরকারি খাতের কাছে আরো সুনির্দিষ্ট এবং গঠনমূলক বাজেট প্রস্তাব আহ্বান করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, 'এবারের বাজেটে অপারেশনাল সমস্যা সমাধানে আমরা জোর দিচ্ছি। অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশনেও জোর দেয়া হচ্ছে। এনবিআর এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে কর ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন একটি বড় ভূমিকা রাখবে।

করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোর জন্য যুক্তি হিসেবে এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান সাধারণ করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়সীমা সাড়ে ৪ লাখ টাকা করার প্রস্তাব দেন। এছাড়া তিনি সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ করহার ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেন। তৈরি পোশাকসহ রফতানিমুখী শিল্পে উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে হ্রাস করে দশমিক ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করার সুপারিশ করেন।

মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেন, 'দেশের পটপরিবর্তনের পর অনেক ব্যবসায়ী গ্রুপকে বিশেষ উপলক্ষে এনবিআর থেকে কর তল্লাশি করা হচ্ছে, এটা যেন হয়রানিমূলক না হয়।' জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

ব্যবসা-বাণিজ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বস্ত্র মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ। তিনি বলেন, 'এক সময় বিটিএমএ যন্ত্রাংশ আমদানি করত। যথাযথ হারে শুল্কও দেয়া হতো। এ নিয়ে বিতর্ক হয়নি। ছাড়পত্র বিটিএমএর পক্ষ থেকেই দেয়া হতো। কিন্তু এনবিআর পুরো বিষয়টি নিজের হাতে নেয়ার পর জটিলতা বেড়েছে। এ বাস্তবতায় তার পরামর্শ, এনবিআর নিজের সম্পদ গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করুক।'

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

এবারের বাজেট হবে বাস্তবসম্মত: অর্থ উপদেষ্টা

অতীতে বাজেট ঘোষণা করা হলেও বছর শেষে বাস্তবায়ন হয়নি আমি জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আমরা এবার এ ধারা থেকে বের হয়ে আসতে চাই। আমরা এমন বাজেট দিবো যা হবে বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নযোগ্য। এটিই হবে এবারের বাজেটের মূলনীতি।

বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে এনবিআর ও এফ বি সি এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বাজেট পরামর্শ কমিটির বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এনবিআর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খানের এবং এফবিসিসিআই প্রশাসক হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বেসরকারি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো চালু করা হয়েছে। কিন্তু আমরা চাইলেই সবকিছু রাতারাতি পরিবর্তন করতে পারবো না। কিছু আইনি বিষয় রয়েছে যেগুলো সময় সাপেক্ষ। তবে পদ্ধতিগত যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো আমরা পরিবর্তনের চেষ্টা করবো।

ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন খাতে কর অব্যাহতির দাবি প্রসঙ্গ তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন প্রণোদনা চাচ্ছেন সেটা দিতে হলে সরকারের টাকা লাগবে। সরকার যদি টাকা না পায় তাহলে কিভাবে প্রণোদনা দিবে? প্রশ্ন রাখেন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, কর দিবেন এবং এর বিপরীতে সুবিধা পাবেন এটিই কর প্রদানের নীতি নয়।

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিতেও লজ্জা হয়: বাণিজ্য উপদেষ্টা

শেখ হাসিনার শাসনামলে ন্যায়বোধ না থাকার সবক্ষেত্রে দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন বলেছেন, জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে অনেক ব্যবসায়ী সেই দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ কারণে নিজেকে ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।

বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে এনবিআর ও এফবিসিসিআইয়ের উদ্যোগে আয়োজিত বাজেট পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ। এফবিসিসিআই প্রশাসক হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, আমাদের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। করের ক্ষেত্রেও আমাদের সেটি নিশ্চিত করতে হবে। অতীতে ন্যায় নীতি না থাকার কারণে দুবৃত্তায়ন হয়েছে। বাণিজ্য সংগঠনগুলোতে যাতে দুবৃত্তায়ন না ঘটে সেজন্য ব্যবসায়িদের প্রতি আহ্বান জানান উপদেষ্টা।

শেখ বশির উদ্দিন আরও বলেন, বিগত সময়ে বাজেটে ব্যয়ের একটা মহোৎসব দেখা গেছে। ঈদ উৎসবের মতো ব্যয় করার একটা প্রবণতা দেখা গেছে। আমার মন্ত্রণালয় থেকে সব মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা করে একই অবস্থা দেখতে পেয়েছি। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে বের হয়ে একটি বাস্তবসম্মত বাজেট প্রণয়ণে অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে বলে জানান তিনি।

বিডার চেয়ারম্যান বলেন, আমরা বেসরকারি খাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়। সরকার তার কাজ করবে আর ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা সহজ করার জন্য সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘পাল্টা শুল্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষি করব, তাদের চটাব না’

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক নিয়ে দেশটির সঙ্গে আমরা দর-কষাকষি করব, তাদের চটাব না। এ নিয়ে আলোচনার জন্য ৯০ দিন সময় আছে। এর মধ্যে বিষয়টির সমাধান না হলে আমরা আরো সময় চাইব।

বুধবার রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও এফবিসিসিআইয়ের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ৪৫তম পরামর্শক কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা (নেগোশিয়েশন) চালিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আরো সময় চাইব। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততা (অ্যাংগেজমেন্ট) বাড়ানো হবে।

তিনি বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন তিন মাস সময় দিয়েছে। আমরা এই সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে পারি, পাল্টা শুল্কের ফলে আমাদের রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বাড়বে, তাই ব্যবসায়ীদেরও প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে।

সরকার আইএমএফের ঋণের বিষয়ে চিন্তিত নয় জানিয়ে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আইএমএফের ঋণের ব্যাপারে আমরা খুব একটা চিন্তিত নই। ইতোমধ্যে সামষ্টিক অর্থনীতিতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

করছাড় বা কর রেয়াতের দিন চলে গেছে বলে মন্তব্য করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, রেয়াতের দিন চলে গেছে। আইএমএফের চাপে আছি। রাজস্ব বাড়াতে হবে। সরকারও চালাতে হবে। কোনো খাতে রেয়াত দেওয়া মানে, সেখান থেকে কর পাব না।

বাজেট নিয়ে তিনি বলেন, আমরা বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেব। আমরা বাজেটে প্রত্যাশার ফুলঝুড়ি দেব না। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করছি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক মাহমুদ বিন হারুন ও এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান।

বিএসএস নিউজ
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার অনলাইন পোর্টাল

ব্যবসাবান্ধব বাজেট প্রণয়নের আশ্বাস অর্থ উপদেষ্টার

ঢাকা, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ (বাসস): ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বাস্তবসম্মত এবং ব্যবসাবান্ধব হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

বুধবার সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এনবিআর এবং এফবিসিসিআই' র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় তিনি এ কথা বলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এবারের বাজেট হবে বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নযোগ্য। বাজেটে চেষ্টা করবো ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ আরো সহজ করার।'

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, দেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বেশকিছু বিনিয়োগকারীর সঙ্গে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের সঙ্গেও আলোচনা হচ্ছে। শুধু সরকারি খাত নয় বেসরকারি খাতের টেকসই উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। 'আমাদের ভুল-ত্রুটি হতে পারে, তবে আমরা আপনাদের জন্যই কাজ করছি ' বলে উল্লেখ করেন অর্থ উপদেষ্টা।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হলো ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যায্যতাভিত্তিক এবং লক্ষ্যভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা।

ব্যবসা, বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। এই সময় বেসরকারি খাতের কাছে আরো সুনির্দিষ্ট এবং গঠনমূলক বাজেট প্রস্তাবনা আহ্বান করেন তিনি।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই' র প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান। এই সময় বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানকে দৃঢ় করতে ব্যবসায়িক খরচ (কষ্ট অব ডুয়িং বিজনেস) কমিয়ে আনা, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও সুরক্ষা, বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুষম বিনিয়োগ সহায়ক মুদ্রা ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিপিং ও পরিবহণ ব্যয় হ্রাস, সাশ্রয়ী ও গুণগত জ্বালানি নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছতা ও সুশাসন বাস্তবায়নের পাশাপাশি কর আদায়ের ক্ষেত্রে হয়রানি ও জটিলতা দূরীকরণের মাধ্যমে ব্যবসা-বান্ধব কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে আগামী বাজেটে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়ার আহ্বান জানান এফবিসিসিআই' র প্রশাসক।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) -এর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, এনবিআর এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে কর ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন একটি বড় ভূমিকা রাখবে। ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সেবা ও অভিযোগ নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ডিজিটাইজেশন প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলে জানান তিনি।

সভায় উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে দেশের ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা তুলে ধরেন বিভিন্ন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই’ র সাবেক সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিন্টু, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মইনুল খান, এফবিসিসিআই’ র মহাসচিব মো. আলমগীর, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

bdnews24.com

শুল্ক: ট্রাম্প প্রশাসনকে ‘না চটিয়ে’ আরও সময় চাওয়ার কথা বললেন অর্থ উপদেষ্টা

“ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে রাজস্ব আসতেছে ৮৪ শতাংশ। বাকিগুলা থেকে কোন আয়ই আসছে না,” বলেন ডিসিসিআই সভাপতি।

শতাধিক দেশের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপের পর যুক্তরাষ্ট্র তিন মাসের যে স্থগিতা আদেশ দিয়েছে সেই সময়সীমা আরও বাড়ানোর অনুরোধ করা হতে পারে বাংলাদেশের তরফে।

ট্রাম্প প্রশাসনকে ‘না চটিয়ে’ আলোচানার মাধ্যমে সময় বাড়ানোর এই চিন্তার কথা তুলে ধরেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

বুধবার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, “আমরা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়াব, আলোচনা করব কিন্তু ওদের চটাব না। ওদিকে আমরা কথা বলব। তিন মাস সময় দিছে, দরকারে আমরা আরও সময় চাব।”

ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর ও এফবিসিসিআই এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ৪৫তম পরামর্শক কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন অর্থ উপদেষ্টা।

গত ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণায় বাংলাদেশের পণ্যে বাড়তি ৩৭ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়।

এতদিন বাংলাদেশের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কহার ছিল গড়ে ১৫ শতাংশ, যা বেড়ে হল গড়ে ৫২ শতাংশে দাঁড়ায়।

এ ঘোষণা দিয়ে পুরো বিশ্বকে অস্থির করে তোলার এক সপ্তাহের মাথায় ৯ এপ্রিল তা তিন মাসের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা আসে।

তার আগে ৭ এপ্রিল সম্পূরক শুল্ক পুনর্বিবেচনা করতে ডনাল্ড ট্রাম্পকে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস চিঠি পাঠান।

তিন মাসের এই স্থগিতাদেশের সময়সীমা আরও বাড়ানোর চিন্তার বিষয়টি তুলে ধরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন সংস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কথা হয়েছে এবং হচ্ছে।

এ সময় আইএমএফের চাপ ও ট্রাম্পের শুল্ক মাথায় রেখে আগামীর বাজেট ‘বাস্তবসম্মত’ হবে বলেও অর্থ উপদেষ্টা আশ্বস্ত করেন ব্যবসায়ীদের।

তিনি বলেন, “এইবারের বাজেটের মূল উদ্দেশ্যটা হল, আমরা বাস্তবধর্মী একটা বাজেট করব। এমন বাজেট করব, যাতে সম্পদের ব্যবহার করতে পারব।

“চিরাচরিতভাবে যে বাজেট তুলে দেওয়া হয়, অনেক কিছু বলে যায়, পরবর্তী বছরে কি হল না হল এটা কেউ প্রশ্ন করে না। আমরা একটু সতর্ক। যেটা বলব সেটা চেষ্টা করব।”

এ সময় ব্যবসার লাইসেন্স নবায়ন করাসহ, ‘অপ্রচলিত’ কাগজপত্র এবং কিছু আইন যা ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছে, তার পরিবর্তন ব্যবসায়ীরা দেখতে পাবেন বলেও অর্থ উপদেষ্টা তুলে ধরেন।

তবে বৈশ্বিক ও দেশীয় চাপ থাকায় ব্যবসার ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি বাড়ানোর সুযোগ না থাকার কথাও দৃঢ়ভাবে বলেন সালেহউদ্দিন।

তিনি বলেন, “একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে যে কর অব্যাহতির যুগ চলে গেছে। আমরা অনেক চাপে আছি। আপনাদের রাজস্ব বাড়াতে হবে আবার সরকারও চালাতে হবে। আপনাদের প্রণোদনা দিতে হবে সেজন্য টাকা আয় করা দরকার।

“এখন যদি বলেন যে সব রেয়াত (কর ছাড়) দিয়ে দেন। সবকিছু ছেড়ে দেবেন। কর আপনার (ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে) দিতে হবে। রাজস্ব দিতে হবে। একটা জিনিস মনে রাখবেন, রাজস্ব দেওয়া মানে কিন্তু আপনি মনে করছেন, আপনার দিকটা খরচ। আপনি এটা মনে করেন যে এটি ভিন্নও। আপনি যে কর দেন সেটা আপনার উপকারে আসবে। সমাজের অন্যান্য কাজের জন্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক পরিষেবা-এগুলো জন্য।”

৪৪৫ পৃষ্টার প্রস্তাব ব্যবসায়ীদের, ‘অস্পষ্ট’ বললেন বাণিজ্য উপদেষ্টা

আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট সামনে রেখে এফবিসিসিআই এর তরফে একটি বই বানানো হয়েছে; ৪৪৫ পৃষ্টার এ বইয়ে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ও চেম্বারের বাজেট প্রস্তাবনাও রাখা হয়েছে।

এটিকে ‘ঢাউস সাইজের’ বই মন্তব্য করে ব্যবসায়ীদের ‘দায়িত্বশীল’ হওয়ার কথা বলেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

তার ভাষ্য, “এই বইয়ের এই প্রস্তাবনা আমার পক্ষে পড়া অসম্ভব। এটা আমাকে রেখে যেতে হবে। এবং যে আকাঙ্ক্ষাগুলো করা হচ্ছে, যে প্রস্তাবনাগুলো করা হচ্ছে ,এই প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই খুবই বিস্মৃত এবং আকাঙ্খাগুলো অস্পষ্ট, মানে প্রস্তাবনাগুলো অস্পষ্ট।

“মানে যে আমরা (অন্তর্বর্তীকালীন সরকার) কীভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারি এই জিনিসগুলো অস্পষ্ট। আমাদের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিত্ব যারা করেন, নেতৃত্বের যারা প্রতিনিধিত্ব করেন, তারা সুষ্ঠভাবে আমাদের আয় ব্যয়ের একটা স্থিতি হিসেব করে, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার যে ব্যয় এটা তো তাদের থেকে আসতে হবে। আমাদের যে কর যদি আমরা আদায় না করতে পারি তাহলে আমরা একটা শক্ত রাষ্ট্র গঠন করতে পারবো না। আমাদের সরকার দুর্বল থাকবে এবং এটা অবশ্যই নাগরিক হিসেবে আমাদের কাম্য হতে পারে না।”

এ সময় ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন খাত থেকে কর অব্যাহতি চাওয়ার সমালোচনাও করেন তিনি।

তার ভাষ্য, “আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সকলেই সকল ধরনের কর অব্যাহতি চাচ্ছি। সরকার পরিচালনার জন্য এবং দেশের রাষ্ট্রের উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের দরকার আছে। এবং আমরা প্রতিবছরই দেখছি যে এনবিআরকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের দায় দেওয়া হচ্ছে।

“আমরা যখন, মানে দায়িত্ব না নিয়ে প্রস্তাবনাগুলো দিব তখন এনবিআরও দায়িত্ব না নিয়ে বিভিন্ন রকমের কর আমাদের উপরে আরোপ করবে।”

ঢাউস আকারের প্রস্তাব না এনে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এনবিআরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব কী?

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি কামরান তানভিরুর রহমান তার প্রস্তাবনায় বলেন, “আমরা লক্ষ্য করছি যে গত অনেক বছর ধরে আমরা কর জাল সম্প্রসারণের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছি। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন বিশেষ কোন অগ্রগতি নাই সাধারণত। ১ কোটি ১৪ লাখ করদাতার মধ্যে মাত্র ৪৫ লাখ দেন রিটার্ন, তার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই শূন্য রিটার্ন দেন।

“এইটার পরিবর্তন, গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি, উদ্বেগজনক যে কর জাল না বাড়িয়ে বিদ্যমান করদাতাদের উপরে বিভিন্ন রকম চাপ অব্যাহত রয়েছে।”

এ সময় কার্যকর কর হার কমানোরও প্রস্তাব আসে তার তরফে।

এমসিসিআই সভাপতির ভাষ্য, “আমরা প্রতিবছরই এটা বলে এসছি যে আমাদের যদিও আয়করের হারের ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য থাকতে পারে। কিন্তু যেই হারটা আছে সেটা থেকেও অনেক বেশি হারে আমাদের কর দিতে হচ্ছে। কারণ হচ্ছে বাস্তবিক কর হার অনেক।” এ বিষয় এফবিসিসিআই এর প্রস্তাবনায় কিছুটা এসেছে তুলে ধরে তিনি বলেন, এটি যৌক্তিক করা খুবই প্রয়োজন।

কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে রাজস্ব আহরণের সমালোচনা করে অন্যান্য জেলায়ও নজর দেওয়ার প্রস্তাব করেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ।

তিনি বলেন, “ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে রাজস্ব আসতেছে ৮৪ শতাংশ। বাকিগুলা থেকে কোন আয়ই আসছে না। ঘটনাটা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বাসায় ৬৪টা ছেলে আছে, দুইটা ছেলে আয় করে পুরা বাড়ি চালাচ্ছে। এতে কোনোভাবেই সমস্যার সমাধান হবে না।”

তিনি মনে করেন, এই ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক খাতকে কীভাবে কর জালে আনা যায় এই বিষয়ে জরুরি কাজ করা খুব প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে এনবিআরের শুল্কের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের হয়রানি মাঠ পর্যায়ে কমার তথ্য দিয়ে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, “তবে বন্ড (শুল্কের) কমিশনারেটের নিচের স্তরে কিছু সমস্যা এখনো আছে, সেই জায়গাটা, আমি একটু অনুরোধ করব একটু দৃষ্টি দেওয়ার জন্য।”

এছাড়াও ভ্যাটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনের মারপ্যাচে নানানভাবে হয়রানি হতে হয় বলেও তুলে ধরে ভ্যাটের বিভিন্ন ধরণের কাগজ-প্রমাণ কমানোর পক্ষে প্রস্তাব আসে তার তরফে।

এছাড়াও বিদ্যুতের ঘাটতি কমাতে সোলার আমদানির শুল্ক কমানোর প্রস্তাব করেন হাতেম।

সভায় ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠন থেকে ৪০ জন প্রতিনিধি কথা বলেন; এ সময় ব্যাংকের সুদের হার এক অঙ্কে নিয়ে আসাসহ গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করার তাগিদ আসে অনেকের তরফে।

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Thursday • May 1, 2025
Vol XXXII No. 167 • Regd No. DA 1589 • Boishakh 18, 1432 BS • Zilqad 2, 1446 Hijri • 20 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Budget-preparatory consultation with trade bodies

Businesses seek tax relief, govt gets clench-fisted for constraints

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed speaks at a consultative meeting on the upcoming budget, jointly organised by the National Board of Revenue and the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, at a city hotel on Wednesday. — FE Photo

Days of tax exemptions over, govt under pressure to increase revenue

Tax cuts hit height with gradual reductions

Says
Dr Salehuddin, Finance adviser

- Rather NBR to 'consider ensuring ease of doing business' addressing key issues like alleged harassment
- Business leaders also seek cheaper fuels, uninterrupted supply

FE REPORT

Gone are the days of tax exemptions and rebate as the government is under significant pressure to increase revenues, says the finance adviser as businesses seek cut-down taxes in forthcoming budget.

"Many are demanding tax breaks in the budget but they must understand government's pressing need for domestic revenue mobilisation," Dr Salehuddin Ahmed said Wednesday at a pre-budget consultation with Bangladesh's top business leaders.

The National Board of Revenue (NBR) and the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) jointly organised the consultation at a hotel in Dhaka -- as budget-making process peaks up.

National Board of Revenue chairman Abdur Rahman Khan also echoed the views of the plain-spoken custodian of exchequer under the interim government that struggles to navigate long-accumulated financial deficiencies.

"The government is not able to cut tax rates for corporate and individual taxpayers in the upcoming fiscal year as tax cuts have reached maximum levels with gradual reductions," the finance adviser told the meet, where businesses also sought cheaper fuels with uninterrupted supply.

Rather, the revenue authority will consider ensuring ease of doing business addressing key issues, including allegations of harassment.

Commerce Adviser Sheikh Bashir Uddin and Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) Executive Chairman

| SEE PAGE 7 COL 6

PIONEER OF B500DWR & B420DWR GRADE
RAHIM SUPER
EXTREME

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Thursday • May 1, 2025
Vol XXXII No. 167 • Regd No. DA 1589 • Boishakh 18, 1432 BS • Zilqad 2, 1446 Hijri • 20 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Businesses seek tax

FROM PAGE 1 COL 8

Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun were special guests at the meeting, presided over by the NBR chairman and moderated by FBCCI administration Hafizur Rahman.

Turning to worldwide tariff tumult, the finance adviser hinted at seeking more time from the Trump administration beyond its three-month pause for tariff hike.

The commerce adviser said the upcoming budget would be 'target-based' instead of earlier 'expenditure-based', deploring the fallen previous government's celebration of budget as 'grand festival of expenditure'.

Hafizur Rahman urged restoring confidence in business and trade through consistent policy props.

Finance adviser Salehuddin, however, expressed his willingness to try to meet business leaders' demands in the budget as much as possible.

The BIDA chief suggested that the businesses place concrete budget proposals so that the government can work on that intensively.

Meanwhile, NBR officials Wednesday protested some of the provisions of a draft ordinance on bifurcation of the revenue authority. Initially, they had decided on work stoppage but later dropped it.

A number of tax, customs and VAT officials alleged "conspiracy" by administration-cadre officials to undermine revenue cadres.

At the programme, the finance adviser said the ordinance had been drafted but, in case of any gap identified, the government would address it.

The business leaders called for effective enforcement of laws, elimination of unnecessary harassment, an end to bribery and the provision of affordable gas and electricity, in addition to advocating for various tax-related incentives, to ease business operations.

Md Hazizur Rahman, Administrator of the FBCCI, presented an overview of the key demands from the business organisations under the federation, while leaders of various chambers and associations also shared their specific requests.

Hazizur Rahman proposed increasing the tax-free income limit for individuals to Tk 0.45 million, an increase of Tk 0.1 million from the current threshold at Tk 0.35 million, considering inflationary trends and the real income of lower earners. Additionally, he proposed a Tk 0.5-million tax-free income limit for women and senior citizens.

He proposes reducing the rate of tax deduction at source (TDS) on all exports, including ready-made garments, from 1.00 per cent to 0.50 per cent, and maintaining this rate for the next five years.

"Raising the VAT rate from 5.0 per cent to 7.5 per cent for all local supplies of goods will burden small and medium businesses," he told the consultative meet and recommend setting a uniform VAT rate of 2.0 per cent for local-level goods supply to support SMEs.

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Mohammad Shawkot Aziz Rasel said at the event that businesses were being forced to pay hefty bribes to release bank guarantees used for clearing goods at ports, despite the actual tax amount being significantly lower.

He explains that while the BTMA previously handled the issuance of release certificates, this responsibility has since been transferred to customs. "Now, we must pay Tk 50,000 in bribes for each guarantee release, whereas the actual tax would have only been Tk 30,000," Rasel said.

Drawing attention to the ongoing power-and gas crises, he noted that a 6.0-percent duty is currently imposed on fuel imports and urged its removal to help reduce gas prices. He also urges the government to extend current corporate-tax facilities until 2028.

Mostafa Kamal, Chairman of Meghna Group, said at the event that bank accounts and tax files are being repeatedly summoned. He remarked that such actions can occur at any time, and noted that incidents of harassment increased following the regime change.

Emphasizing ensuring supply of gas and electricity he said that his Meghna group of businesses invested over $600 million in establishing economic zone in Cumilla, but the connections of utilities are yet to be confirmed for the last two years.

BKMEA President Mohammad Hatem pointed out that although export-oriented goods are exempt from VAT, trucks are still stopped on the roads for challan verification. He calls for abolition of the challan requirement to prevent such disruptions.

Masudur Rahman, President of the Steel Manufacturers Association, urges the government to provide domestic investors with a one-stop service similar to that offered to foreign investors, aiming to reduce "bureaucratic harassment".

The representative of Dhaka Chamber stated that revenue from just two districts is currently meeting the financial needs of all 64 districts in the country. He emphasized the need to expand the tax net, particularly by bringing the informal sector under taxation.

The representative of Metropolitan Chamber of Commerce and Industry said the businesspeople are currently bound to pay tax higher than the government-imposed rates.

He emphasizes reducing effective tax rate through harmonization of taxation system through ensuring digitisation.

Md. Anwar Hossain, Administrator of BGMEA and Vice-Chairman of Export Promotion Bureau (EPB), asked for bonded-warehouse facilities for all of the export industries.

doulotakter11@gmail.com
Jahid.rn@gmail.com

THE BUSINESS STANDARD

Next budget should be pro-business, investment, considering LDC graduation: Business leaders

"Businesses submit bank guarantees to clear goods through customs, but when it's time to release those guarantees, we are forced to pay Tk50,000 in bribes for each one. If we had paid the tax instead, it would've only been Tk30,000," says BTMA President Mohammad Showkat Aziz Russell

Photo shows members from the government bodies at the 45th meeting of the Consultative Committee of the National Board of Revenue (NBR), held in collaboration with the key stakeholders at a five-star hotel in the capital on Wednesday, 30 April 2025. Photo: TBS

Highlights:

- Businesses seek investment-friendly budget amid global uncertainties and upcoming LDC graduation
- FBCCI calls for raising tax-free income limit to Tk450,000
- BTMA alleges Tk50,000 bribe for getting each certificate from VAT officer for machinery import; tax would've been lower
- Meghna Group says local firms face power, gas crisis despite govt encouraging foreign investment
- Claims $600 million investment stalled by infrastructure issues
- Finance adviser says Bangladesh may seek more time from Trump administration on tariffs
- Says this year's budget will be realistic, time of tax exemptions over

Business leaders want the upcoming FY2025-26 budget to be investment and business-friendly, taking into account Bangladesh's forthcoming graduation from the LDC category as well as the ongoing global financial uncertainties.

"Given the current global economic challenges and domestic pressures, stakeholders have high expectations from the interim government regarding the next budget," FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman said during the 45th meeting of the Consultative Committee of the National Board of Revenue (NBR), held in collaboration with the key stakeholders at a hotel in the capital today (30 April).

The Business Standard Google News Keep updated, follow The Business Standard's Google news channel
The meeting commenced around 11am, with Finance Adviser Salehuddin Ahmed attending as the chief guest.

Hafizur said FBCCI believes the upcoming budget must also take into account the spirit of the July 2024 uprising.

"The focus will be on restoring confidence in business and trade through consistent policy support," Hafizur added.

'Businesses forced to pay huge bribes to get certificates from VAT offices'

Speaking at the event, Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Mohammad Showkat Aziz Russell has alleged that businesses are being compelled to pay huge sums of money in bribes for getting each certificate from each VAT officer, though the payable tax is much lower.

"Businesses submit need to get certificate after installing the machinery from the VAT offices. We are forced to pay Tk50,000 in bribes for each one. If we had paid the tax instead, it would've only been Tk30,000," he said.

Rasel pointed out that previously, these release certificates were issued by the association itself, but the responsibility was later handed over to VAT offices.

"Now we are forced to pay bribes for something that used to be straightforward. The NBR doesn't gain anything from this change, but it creates serious problems for businesses," he added.

The BTMA president also highlighted the ongoing power and gas crises facing the industrial sector and urged the government to extend existing corporate tax facilities until 2028.

FBCCI for raising tax-free income limit to Tk450,000

At the meeting, the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) called on the government to increase the tax-free income limit to Tk450,000 for general taxpayers in the upcoming FY2025-26 budget.

The apex trade body also proposed a higher tax-free threshold of Tk500,000 for women and senior citizens (above 65 years).

FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman emphasised the necessity of raising the limit for these groups, citing inflation and the rising cost of living.

Hafizur Rahman said the lower income people are forced to spend a major part of their income to buy daily essentials in this economic condition.

In this situation, the existing tax structure is putting an additional pressure on them, he added.

'Govt encourages foreign investments while local investors face power, gas crisis'

Meanwhile, Meghna Group Chairman Mostafa Kamal said the government continues to encourage foreign investment while local entrepreneurs are struggling to access basic infrastructure facilities, and gas and electricity.

“We are calling on foreign investors to come to Bangladesh, yet domestic entrepreneurs are not getting the infrastructure support we need.” *— Meghna Group Chairman Mostafa Kamal*

He claimed that his company is still deprived of necessary gas and electricity connections despite investing $600 million in a major industrial venture

"We are calling on foreign investors to come to Bangladesh, yet domestic entrepreneurs are not getting the infrastructure support we need. We are suffering due to the ongoing gas and power crisis. This issue must be addressed," he said.

Kamal also urged the National Board of Revenue (NBR) not to harass businesses indiscriminately. He raised concerns over exercising powers arbitrarily by customs authorities during the assessment of imported goods.

Govt encourages foreign investments while local investors face power, gas crisis: Meghna Group chairman
"On one hand, customs determine valuation during assessment as they see fit. On the other, businesses are being accused of under-invoicing or over-invoicing. This inconsistency needs to be resolved," he added.

'Bangladesh will ask for more time if needed from Trump after tariff pause'

During his keynote speech at the programme, Finance Adviser Salehuddin Ahmed said Bangladesh might ask for more time, if needed, from the Trump administration after the 90-day tariff pause period.

"We will ask for more time if needed. We will increase our engagement with the Trump administration," he said.

The finance adviser also reassured business leaders that their reasonable demands would be reflected in the upcoming budget as much as possible. At the same time, he reminded them that the government is under pressure to increase revenue collection.

'Budget will be realistic this year'

Salehuddin Ahmed commented that this year's budget will be realistic. He also remarked that the days of tax exemptions are over.

"This time, we will make a realistic budget. We won't do it like conventional budgets. We will try to do what we say. People should say it was a good budget even after we're gone," he said.

"Previously, large budgets were approved but not implemented. We aim to implement the budget we make," said the finance adviser.

'Days of tax exemptions over'

Addressing the business leaders, Salehuddin said, "Business competition will increase due to Trump's tariff policy. Business owners also need to become competitive. Trump has given us three months, and we will ask for more time."

He also said businesses will benefit if the owners pay taxes.

"But many want tax exemptions or rebates. You must understand that the days of exemptions are gone. We are under a lot of pressure to increase revenue. You will enjoy the benefits of the taxes you pay. Remember - I pay tax, I get the benefit," the finance adviser said.

"I will try to fulfil your [business owners] demands in the budget as much as possible. But you need to be sympathetic towards us, and we will be sympathetic towards you," he added.

Bangladesh will ask for more time from Trump after tariff pause: Finance adviser

The finance adviser also said those at the marginal level or the smaller chambers often don't get heard. "We are working for you," he said.

'Interim govt doesn't mind criticisms'

During his speech, Salehuddin Ahmed said, "We are receiving a lot of criticism now, but we don't mind that. When you work, you have to hear these things. We have mistakes and errors. There might be mistakes. Still, we are trying to keep the general public comfortable."

"Business owners need to be patient, and we will remain patient. We will try to coordinate with you," he said, addressing the business owners.

Regarding the IMF's conditions, the finance adviser said, "We didn't only talk with the IMF or World Bank. We have spoken with all parties. We haven't yet agreed on terms with the IMF. We are trying."

NBR Chairman Md Abdur Rahman Khan chaired today's consultative meeting. It was also attended by Commerce Adviser Sheikh Bashiruddin and Bangladesh Investment Development Authority (Bida) Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun.

Business proposals were presented by Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) Executive President Mohammad Hatem, Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Showkat Aziz Russell, Real Estate & Housing Association of Bangladesh (Rehab) Director Ayub Ali, among others.

FBCCI Administrator Hafizur Rahman moderated the programme.

The Business Standard

Budget to reflect July uprising spirit, says FBCCI

The FBCCI made the remarks during the 45th meeting of the Consultative Committee of the National Board of Revenue (NBR), held in collaboration with the key stakeholders at a five-star hotel in the capital today (30 April)

The upcoming national budget for FY2025–26 will be designed to be investment- and business-friendly, keeping in mind the spirit of the July 2024 uprising, current global economic challenges, and Bangladesh's upcoming LDC graduation, the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) has said.

The FBCCI made the remarks during the 45th meeting of the Consultative Committee of the National Board of Revenue (NBR), held in collaboration with the key stakeholders at a five-star hotel in the capital today (30 April).

The meeting commenced around 11am, with Finance Adviser Salehuddin Ahmed attending as the chief guest.

The Business Standard Google News Keep updated, follow The Business Standard's Google news channel
The consultative meeting brought together key stakeholders from the government and business community to exchange views and share proposals regarding the upcoming national budget for the fiscal year 2025–26.

Speaking at the event, FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman said, "Given the current global economic challenges and domestic pressures, stakeholders have high expectations from the interim government regarding the next budget."

He said FBCCI believes the upcoming budget must be investment- and business-friendly, taking into account the spirit of the July–August 2024 mass movement, ongoing global financial uncertainties, and Bangladesh's forthcoming graduation from the LDC category.

"The focus will be on restoring confidence in business and trade through consistent policy support," Hafizur added.

THE BUSINESS STANDARD

Govt encourages foreign investments while local investors face power, gas crisis: Meghna Group chairman

Kamal also urged the National Board of Revenue (NBR) not to harass businesses indiscriminately

While the government continues to encourage foreign investment, local entrepreneurs are struggling to access basic infrastructure facilities like gas and electricity, Chairman of Meghna Group Mostafa Kamal said today (30 April).

Despite investing $600 million in a major industrial venture, his company is still deprived of necessary gas and electricity connections, claimed Mostafa Kamal while speaking at a consultative meeting at a Dhaka hotel.

The meeting was jointly organised by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) and the National Board of Revenue (NBR).

The Business Standard Google News Keep updated, follow The Business Standard's Google news channel
"We are calling on foreign investors to come to Bangladesh, yet domestic entrepreneurs are not getting the infrastructure support we need. We are suffering due to the ongoing gas and power crisis. This issue must be addressed," he said.

Kamal also urged the National Board of Revenue (NBR) not to harass businesses indiscriminately. He raised concerns over exercising powers arbitrarily by customs authorities during the assessment of imported goods.

"On one hand, customs determine valuation during assessment as they see fit. On the other, businesses are being accused of under-invoicing or over-invoicing. This inconsistency needs to be resolved," he added.

The Daily Star

FBCCI seeks policy support to restore business confidence

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) yesterday urged the government to provide policy support to restore confidence in trade and commerce in the fiscal year 2025-26.

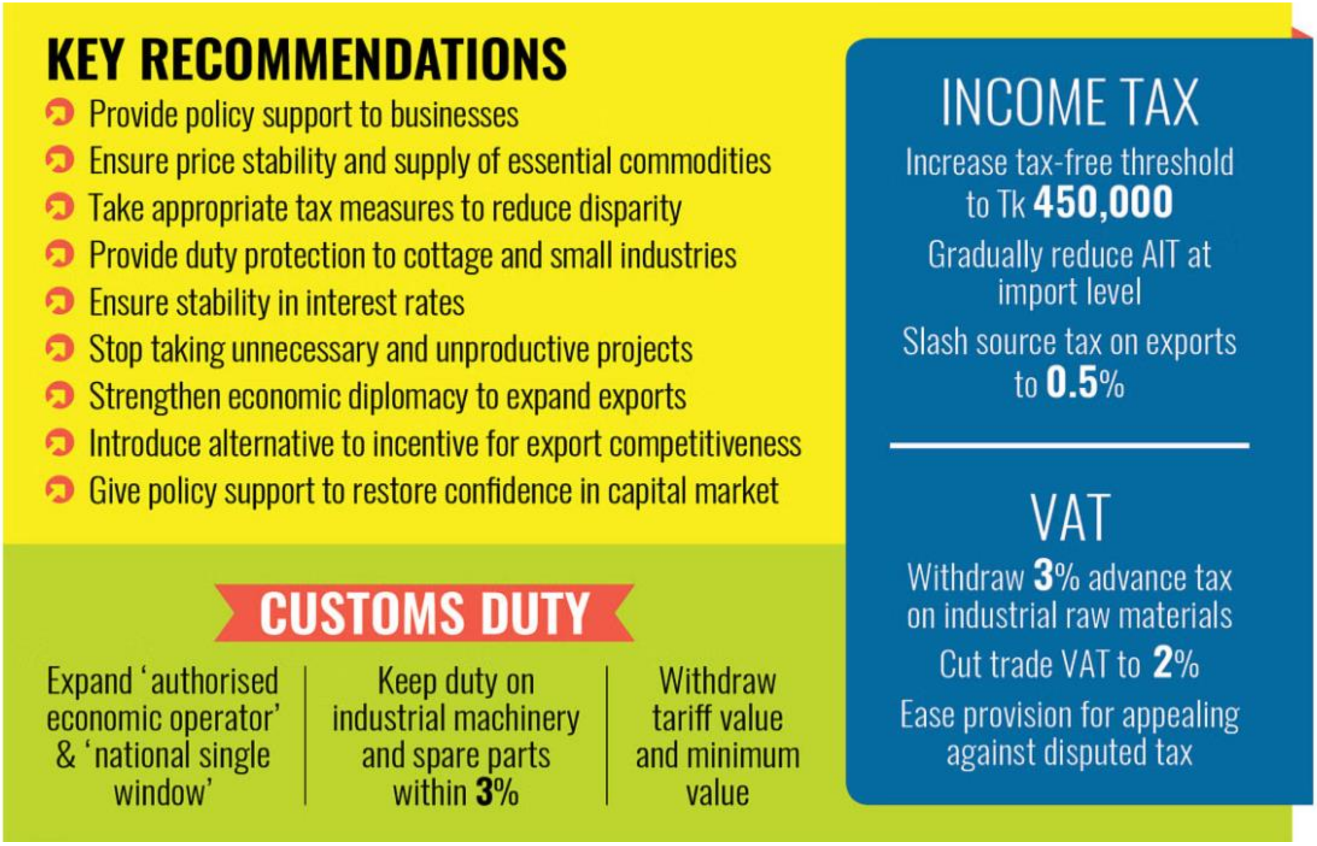

The apex trade body said it expects the government will frame an investment- and business-friendly budget that enables it to face the challenges stemming from the country's graduation from the least developed country (LDC) club in November 2026 and the global economic uncertainty.

"We believe the government will make a sincere effort to formulate an industry- and investment-friendly budget in order to face the challenges," said FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman.

He made the proposals at the consultative committee meeting jointly organised by the National Board of Revenue (NBR) and the FBCCI at the Pan Pacific Sonargaon Dhaka.

The NBR holds the meeting every year to listen to the issues and recommendations from businesses as part of its exercise to frame tax proposals for the next fiscal year.

At the event attended by different businesses, Finance Adviser Salehuddin Ahmed and Commerce Adviser Sk Bashir Uddin, the apex trade body said the government should give attention to restoring business confidence through policy support.

At the discussion, businesses demanded expansion of the tax net to increase revenue collection and ensure an uninterrupted supply of gas and electricity. Some expressed concern over the spike in production costs following the increase in gas prices. Taking part in the discussion, Mostafa Kamal, chairman and managing director of Meghna Group of Industries, said his company invested $600 million in the Cumilla Economic Zone but has not received gas and electricity connections in the last two years.

"We are inviting foreign investors while local investors are suffering from the gas crunch. This should be given importance because investment in electricity and gas is needed," he said.

The businessman said regular taxpayers face higher tax scrutiny.

Kamal, citing incidents of bank detail scrutiny by taxmen after the August political changeover, appealed to the NBR that no business should be harassed without specific allegations.

Meanwhile, Showkat Aziz Russel, president of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), complained about mounting hassle in doing business.

He said the BTMA once issued clearance for the import of spare machinery parts. Complexity has increased after the NBR took over the issue, he said.

"It now appears that Tk 50,000 in bribes has to be paid to pay Tk 30,000 in customs duty," he said.

In his proposal for the next fiscal year, FBCCI Administrator Rahman said there should be a focus on ensuring price stability and the supply of essential commodities.

Rahman said budgetary measures should be taken to reduce economic disparity among people through appropriate tax policies and job creation.

The FBCCI administrator said the government has taken various measures to restore discipline in the banking sector and overall financial system.

"A stable interest rate should be maintained to encourage investment and help businesses retain competitiveness," he said, suggesting that the government refrain from taking unnecessary and unproductive projects.

In its recommendations, the FBCCI proposed increasing the tax-free income limit to Tk 450,000 from the present Tk 350,000, and a gradual reduction in advance income tax (AIT) on imports to reduce the operational costs of industries.

The apex trade body demanded a reduction in the cost of doing business to improve Bangladesh's position in the global competitiveness index.

In this regard, Rahman suggested attracting investments, increasing port and customs efficiency, and reducing shipping and transportation costs.

The FBCCI chief demanded affordable and quality fuel and, above all, a business-friendly tax system by eliminating harassment and complications in taxation.

At the event, Finance Adviser Salehuddin Ahmed said the government will prepare an implementable budget.

"We will not make a shopping list or wish list that we will not be able to deliver. We will try to implement the budget we formulate," he said.

And during the framing of the fiscal measures, the government will try to address the concerns of businesses.

"Some are legal issues while some are procedural. We aim to simplify those," he said.

"But I am in the mood to eliminate most exemptions. We are under a lot of pressure, we need to increase revenue, run the government, and also provide incentives to you. For that, money is needed."

The finance adviser cited his meetings with officials of the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the US administration on the sidelines of the World Bank-IMF Spring Meetings in Washington, DC, at the end of April and said, "Please, rest assured that your concerns are always taken into consideration."

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin said that in the past, the budget used to be prepared for lavish spending.

The aim of the interim government is to make a realistic budget. "We are planning to formulate a target-oriented, not an expenditure-oriented one," he said.

NBR Chairman Abdur Rahman Khan said his office will rationalise some previous tax measures and offer relief to compliant taxpayers to some extent in the next fiscal year.

"We should reflect on ourselves — how compliant we are," he said.

NEWAGE

FBCCI for raising tax-free income limit to Tk 450,000

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) on Wednesday urged the government to raise the tax-free income limit for the common taxpayers to Taka 450,000, from existing Taka 350,000, in the coming national budget for the fiscal 2025-26.

The country's apex trade body also proposed raising the ceiling to Taka 500,000 for the female taxpayers and those above 65 years of age.

'It is essential to raise the tax-free income ceiling for the common people, elderly persons and women taking into consideration the inflation and gradually increasing expenses of living,' said FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman.

He said this while addressing the 45th NBR-FBCCI Consultative Committee Meeting for the next national budget of the fiscal 2025-26 at a hotel in the city.

Finance adviser Salehuddin Ahmed attended the meeting as the chief guest while commerce adviser Sk Bashir Uddin was present as the special guest.

Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) executive chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun attended the meeting as the guest of houour while National Board of Revenue (NBR) chairman Md Abdur Rahman Khan presided over it.

Md Hafizur Rahman moderated the event and placed a set of recommendations for the upcoming national budget.

The consultative meeting brought together key stakeholders from the government and business community to exchange views and share proposals regarding the upcoming national budget for the fiscal 2025-26.

More than 40 business leaders from different sectors gave their suggestions in the consultative meeting.

Hafizur Rahman said the lower income people are forced to spend a major part of their income to buy daily essentials in this economic condition.

In this situation, the existing tax structure is putting an additional pressure on them, he added.

The FBCCI administrator urged the government to keep interest rates stable for increasing investment and surviving in the competitive market. ‘Interest rates should be reduced for attracting more investment,’ he added.

He said, ‘Without ensuring discipline and good governance in the banking and financial sector, it is very difficult to build a strong foundation of the economy. We are hopeful that the government is taking positive initiatives to restore discipline in the banking and financial sector.’

He said foreign missions of Bangladesh should play a more effective role in expanding the country’s export market.

In this case, he mentioned, ‘Commercial councilors should be accountable for their duties. Also, single country fairs should be organized regularly in promising countries,’ he added.

Hafizur Rahman, however, said the FBCCI believes that the upcoming national budget will be designed to be investment- and business-friendly, keeping in mind the spirit of the July 2024 uprising, current global economic challenges, and Bangladesh’s upcoming LDC graduation,

‘Given the current global economic challenges and domestic pressures, stakeholders have high expectations from the interim government regarding the next budget,’ he added.

‘The focus will be on restoring confidence in business and trade through consistent policy support,’ Hafizur said.

DhakaTribune

Bangladesh to engage in talks with US over retaliatory tariffs, aims to avoid tensions

If necessary, Bangladesh will seek an extension, says Finance Adviser Salehuddin Ahmed

Finance Adviser Salehuddin Ahmed said on Wednesday that Bangladesh will engage in negotiations with the United States over retaliatory tariffs, emphasising that efforts will be made to avoid any actions that could escalate tensions.

"There are 90 days to resolve the issue through discussions. If necessary, we will seek an extension," he said while addressing the 45th meeting of the budget consultative committee, organised by the National Board of Revenue (NBR) and the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) at a city hotel.

The meeting, chaired by NBR Chairman Md Abdur Rahman Khan, saw participation from key stakeholders in both the government and business sectors.

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin attended as a special guest, while Bida Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun was present as the guest of honour.

Regarding the International Monetary Fund (IMF) loan, Salehuddin said: "We are not particularly worried about the IMF loan. The macroeconomic situation has already shown some improvements."

He pointed out that the era of tax exemptions has come to an end, citing pressure from the IMF and the need to increase revenue.

"There is no room for exemptions. We are under pressure from the IMF. Revenue must rise for the government to operate, and offering exemptions means we will not get taxes from that sector," he added.

Acknowledging public criticism, the finance adviser said: "We are facing a lot of criticism. But when you work, criticism comes with the territory. We do not take it personally."

On the upcoming national budget, Salehuddin said: "We will present a realistic budget. There will be no fireworks of unrealistic promises."

He mentioned that discussions with various international organisations are ongoing to support business and trade growth.

"We are trying to work for the marginal sectors and those chambers that are often overlooked. While we are being criticised, we acknowledge our mistakes. Maybe there will be more. But we are focused on ensuring the common people's well-being. Businesspeople must show tolerance, as we will. We will work in coordination with you," he added.

Salehuddin clarified that negotiations are ongoing with the IMF, and conditions have not been fully agreed upon. "We are talking to everyone and working towards a solution," he said.

FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman noted that stakeholders have high expectations from the interim government regarding the next budget, especially given the country's internal challenges and the international economic climate.

"In line with the spirit of the July uprising, FBCCI believes that a business-friendly budget will be formulated for the next fiscal year, considering the global economic situation, LDC graduation, and other related issues. The goal is to restore business confidence through policy support," he said.

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Dhaka | May 1, 2025 | Baishakh 18, 1432 BS | Zilqad 2, 1446 Hijri | THURSDAY | Vol 14 | No. 115 | Regd. No. DA6132 | 12 Pages | Price Tk 10

TARIFF ISSUE

BD to negotiate with US, seek more time if needed: Finance Adviser

Business Correspondent

Finance Adviser Dr. Salehuddin Ahmed has said the government will deepen engagement with the United States over trade and tariff issues and seek more time if needed, but emphasised that Bangladesh cannot be pushed around in negotiations.

He made the remarks while addressing the 45th meeting of the National Board of Revenue (NBR) Advisory Committee at a city hotel on Wednesday.

"The Trump administration has given us three months on the tariff issue. We are willing to reach an agreement, but we won't be pressured. If necessary, we'll ask for more time," said the adviser.

Commerce Adviser Sheikh Bashiruddin, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) Chairman Chowdhury Ashiq Mahmud Bin Harun, NBR Chairman Md Abdur Rahman Khan, and other senior officials attended the meeting, hosted by FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman.

Dr. Salehuddin said Bangladesh is undergoing a challenging economic transition and called on all stakeholders to work together to sustain growth. "We're graduating from LDC status. Businesspeople are preparing. We've held discussions with SEE PAGE 2 COL 1

BD to negotiate with US

FROM PAGE 1

70-80 officials from the IMF, World Bank, and US Commerce Department," he said.

He stressed the need to enhance domestic revenue collection, saying, "The era of concessions and tax exemptions is over. We have to generate revenue, operate the government, and support businesses. That requires money."

He added, "Tax is often viewed as a burden, but it funds vital services like education and healthcare. Citizens must understand this value."

Referring to the upcoming national budget, Dr. Salehuddin urged for a balanced approach: "The current situation is difficult for businesses. I acknowledge criticism, but we aim for a win-win budget. I will try to be sympathetic; I expect the same from you."

He also pointed out that foreign observers have a positive perception of Bangladesh, but internal negative commentary undermines the country's image abroad. "Make constructive criticism. The World Bank stands with us. Negotiations are ongoing with the IMF," he said.

Commerce Adviser Sheikh Bashiruddin said the government will prepare a "target-based and fair" budget this year instead of a "festive" one focused on excessive spending. "In the past, ministries spent like it was Eid. That approach must stop," he noted.

He also criticised the recurring trend of imposing unrealistic revenue collection targets on the NBR. "This forces the NBR to resort to mass taxation. This year, proposals will be more responsible and implementable."

BIDA Executive Chairman Ashiq Mahmud said the government is prioritising improvement of the trade and business environment, and urged the private sector to submit clear and constructive budget proposals.

NBR Chairman Md Abdur Rahman Khan highlighted the role of digital transformation in building trust between the revenue board and businesses. He said the NBR is implementing several digital initiatives to streamline services and address grievances.

During the open discussion, business leaders from various chambers and associations presented sector-specific recommendations. FBCCI Administrator Hafizur Rahman proposed reducing source tax on export-oriented industries, including ready-made garments, from 1 per cent to 0.5 per cent.

He also urged the government to raise the tax-free income threshold for individuals from Tk 1 lakh to Tk 4.5 lakh. For women and senior citizens (aged 65 and above), he recommended setting the threshold at Tk 5 lakh.

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Dhaka | May 1, 2025 | Baishakh 18, 1432 BS | Zilqad 2, 1446 Hijri | THURSDAY | Vol 14 | No. 115 | Regd. No. DA6132 | 12 Pages | Price Tk 10

Govt encouraging foreign investors, while locals face power, gas crisis: MGI Chair

Staff Correspondent

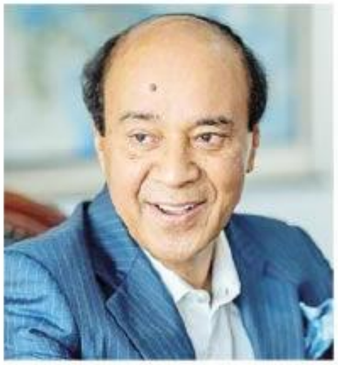

Mostafa Kamal

Mostafa Kamal, Chairman of Meghna Group of Industries (MGI), has urged the government to ensure equitable treatment of local investors amid ongoing infrastructural challenges, particularly in gas and electricity supply. Speaking at a high-level consultative meeting in Dhaka on Wednesday, he warned that while Bangladesh continues to court foreign investment, domestic industrialists are being stifled by persistent energy crises and arbitrary regulatory practices.

The meeting was jointly organized by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) and the National Board of Revenue (NBR), with Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed attending as Chief Guest. Also present were Commerce Adviser Sheikh Bashir Uddin, BIDA Chairman SEE PAGE 2 COL 5

Govt encouraging foreign investors

FROM PAGE 1

Chowdhury Ashiq Mahmud Bin Harun, and NBR Chairman Md Abdur Rahman Khan, who presided over the session. FBCCI Administrator Hafizur Rahman moderated.

"We're encouraging foreign investors to enter Bangladesh, yet domestic entrepreneurs continue to face a lack of basic infrastructural support. Our US$600 million investment in Cumilla Economic Zone remains underutilized due to the absence of gas and electricity connections," Kamal said, directly addressing BIDA and NBR officials.

He further criticized Customs practices, stating:"The Customs authorities often determine product valuations arbitrarily during import assessments. As a result, compliant businesses are unfairly accused of under- or over-invoicing, which is damaging to both reputation and operations of businesses. This inconsistency must be addressed urgently."

Kamal also cautioned against tax harassment, citing concerns over indiscriminate investigations, "While the government has every right to examine financial records, such actions must be carried out transparently and responsibly. Legitimate taxpayers should not be subjected to undue pressure in the name of scrutiny."

Referring to FBCCI's ongoing efforts to widen the tax net, he noted that existing, compliant taxpayers should not bear the brunt of expanded enforcement.

Touching on the struggling shipbuilding sector, Kamal highlighted a worrying policy reversal, "Since being declared an industry in 1996, shipbuilding enjoyed 1 per cent import duty. This has now been raised to 7.5 per cent, crippling exports. Not a single ship has been exported in the last seven months."

He added that the shipbuilding sector had earned $780 million in export revenue last year, with an additional $200 million coming from mariners' allowances-figures now at risk due to the policy shift.

কর অব্যাহতির দিন শেষ, বাজেট হবে বাস্তবসম্মত: অর্থ উপদেষ্টা

ঢাকা: এবারের বাজেট বাস্তবসম্মত হবে বলে জানিয়েছেন করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ। এ সময় 'কর অব্যাহতির দিন চলে গেছে' বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বুধবার (৩০ এপ্রিল) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট উপলক্ষ্যে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে।

এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে এতে আরও উপস্থিত রয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক মাহমুদ বিন হারুন। ব্যবসায়ীরাদের পক্ষে বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরেন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিটিএমএ' র সভাপতি শওকত আজীজ রাসেল, রিহ্যাবের পরিচালক আইয়ুব আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এফবিসিসিআই প্রশাসক হাফিজুর রহমান।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'এবার বাস্তবসম্মত বাজেট করা হবে। চিরাচরিত বাজেটের মতো হবে না। আমরা যা বলবো, তা করার চেষ্টা করবো। আমরা চলেও গেলেও যাতে মানুষ বলে- বাজেট ভালো হয়েছিল। বড় বাজেট দেওয়া যেতো, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হতো না। কিন্তু আমরা যে বাজেট দিতে চাই, তা বাস্তবায়ন করতে চাই।'

তিনি বলেন, 'ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বাড়বে। ব্যবসায়ীদেরও প্রতিযোগী হতে হবে। ব্যবসায়ীরা কর দিলে সুবিধা পাবে। কিন্তু অনেকেই কর অব্যাহতি বা কর রেয়াতি সুবিধা চায়। আপনাদের বুঝতে হবে যে, অব্যাহতির দিন চলে গেছে। আমাদের উপর অনেক চাপ আছে। আপনারা যে কর দেন, এর সুবিধা আপনি ভোগ করবেন। মনে রাখতে হবে- ট্যাক্স দিচ্ছি, বেনিফিট আমি পাবো।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রান্তিক পর্যায়ে যারা আছেন বা যে চেম্বারগুলো রয়েছে তাদের কথা শোনা হয় না। আপনাদের জন্যে আমরা কাজ করছি।'

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা এখন অনেক গালমন্দ খাচ্ছি। আমাদের ভুলত্রুটি আছে। হয়তো ভুলত্রুটি থাকবে। তবু চেষ্টা করছি, সাধারণ মানুষকে স্বস্তিতে রাখতে। ব্যবসায়ীদের সহনশীল হতে হবে, আমরা সহনশীল থাকবো। আমরা চেষ্টা করবো, আপনাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে।

তিনি বলেন, আমরা শুধু আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক এর সাথে কথা বলি নি। আমরা সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। আইএমএফ এর সাথে এখনো শর্ত মিলেনি। আমরা চেষ্টা করছি।

এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমনান বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আগামী বাজেটের জন্য অন্তবর্তীকালীন সরকারের নিকট অংশীজনদেন প্রত্যাশা ব্যাপক। ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টের গণ আন্দোলনের চেতনাকে সামনে রেখে বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ, এলডিসি গ্রাজুয়েশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষগুলি বিবেচনা নিয়ে আগামী অর্থ বছরের জন্য একটি বিনিয়োগ ও ব্যবসা বান্ধব জাতীয় বাজেট প্রণীত হবে বলে এফবিসিসিআই বিশ্বাস করে। নীতি সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যে অস্থা ফিরিয়ে আনার বিষয় থাকবে।

করমুক্ত আয়সীমা সাড়ে ৪ লাখ টাকা করার পরামর্শ এফবিসিসিআইয়ের

ঢাকা: করমুক্ত আয়সীমা এক লাখ টাকা বাড়িয়ে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা করার পরামর্শ দিয়েছে ব্যবসায়ীদের সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)।

বুধবার (৩০ এপ্রিল) রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান এ পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, আয়কর ও মূসকের আওতা সম্প্রসারণ করে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ট্যাক্স-জিডিপির অনুপাত বাড়াতে আয়কর বাড়াতে হবে। সক্ষম করদাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক আয়কর ও মূসক নিবন্ধনের আওতায় এনে কর জিডিপি অনুপাত বাড়ানো সম্ভব।

সভায় বেনাপোল স্থলবন্দর ব্যবহার করে সুতা আমদানির সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানা বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) প্রশাসক আনোয়ার হোসেন।

তিনি বলেন, রিসাইকেল ফাইবার নীতি সহায়তা দিতে হবে। এটা করা গেলে সাত বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার প্রসার ঘটতো।

পাড়ার ছোট দোকান থেকে পাড়ার মাস্তান চাঁদা তোলে। কিন্তু সরকার কর আদায় করতে পারে না। প্রয়োজনে বিন নম্বর না দিয়ে নিবন্ধনের আওতায় এনে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর দাবি জানান ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র সহ-সভাপতি রাজীব চৌধুরী।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দীন আহমেদ বলেন, ব্যবসায়ীদের দাবি দাওয়া ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে, যা আগামী বাজেটে প্রতিফলিত হবে। কর বেয়াতের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। ট্যাক্স না দিলে সেবা দেওয়া যাবে না।

তিনি বলেন, সরকারের সেবার বিষয়টি একটি সার্বজনীন বিষয়। ট্যাক্স দেওয়া মানে শুধু নিজের বাড়ির সামনে বাতি জ্বলা বা পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয় না। নিজের বাড়ির পাশাপাশি অন্যের বাড়ির সামনে আলো, পানি নিশ্চিত করাসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।

উপদেষ্টা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানিতে আরোপিত ৩৭ শতাংশ কর ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। পুরোপুরি কমানোর জন্য আলোচনা চলছে। প্রয়োজনে আরও ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান। সভায় অতিথি ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

বাজেটে প্রত্যাশার ফুলঝুড়ি থাকবে না: অর্থ উপদেষ্টা

আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে ‘প্রত্যাশার ফুলঝুড়ি থাকবে না’ বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

একই সঙ্গে আগামী বাজেটে কর রেয়াতের পরিমাণ কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের এ নীতিনির্ধারক। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বৈশ্বিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের আয়োজনে বুধবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমরা বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেবো। বাজেটে প্রত্যাশার ফুলঝুড়ি থাকবে না।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, একটি জিনিস মনে রাখতে হবে, রেয়াত ও কর অব্যাহতির যুগ চলে গেছে। এখানে আমরা অনেক পেছনে আছি। আমাদের রাজস্ব বাড়াতে হবে, সরকার চালাতে হবে, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদেরও প্রণোদনা দিতে হবে। সেজন্য টাকার দরকার। কর দেওয়াটা করদাতার জন্য ব্যয় মনে করা হয়। কিন্তু আপনি কর দিলে তার বেনিফিট আপনিও পান। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সামাজিক সেবা পাওয়ার জন্য কর দিতে হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য চ্যালেঞ্জের মুখে আছে জানিয়ে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে নিয়ে দেশটা গড়ার। আমাদের উদ্দেশ্য মানুষের জীবন-জীবিকা সহজ করা। গালমন্দ খাচ্ছি, সেটা মেনে নিচ্ছি। আগামী বাজেটে চেষ্টা করবো সহানুভূতিশীল হওয়ার, আপনারাও সহানুভূতিশীল হবেন। উইন উইন অবস্থা।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদেশিদের ধারণা খুবই ভালো। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের দেশের কিছু মানুষের সমালোচনা। তখন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। গঠনমূলক সমালোচনা করুন। বিশ্বব্যাংক আমাদের সঙ্গে আছে, আইএমএফের সঙ্গে সমঝোতা চলছে।

উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবো, সমঝোতা করবো। কিন্তু ওদের চটানো যাবে না। আমেরিকা সরকার তিন মাস সময় দিয়েছে, প্রয়োজনে আরও বেশি সময় চাইবো।

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আইএমএফের ঋণের ব্যাপারে আমরা খুব একটা চিন্তিত নই। এরই মধ্যে সামষ্টিক অর্থনীতিতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, আগে বাজেট করা হতো ব্যয়ের মহোৎসব করার জন্য। এবার আমরা লক্ষ্য ও ন্যায়ভিত্তিক বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেবো।

সভাপতির বক্তব্যে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, বাজেটে অপারেশনাল সমস্যা সমাধানে আমরা জোর দিচ্ছি। অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশনেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেও গ্যাস-বিদ্যুৎ পাচ্ছি না: মোস্তফা কামাল

কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেও দুই বছরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাননি বলে অভিযোগ করেছেন দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল।

বুধবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর এক হোটেলে অনুষ্ঠিত এনবিআরের পরামর্শক কমিটির ৪৫তম সভায় এ অভিযোগ করেন তিনি। যৌথভাবে এ সভা আয়োজন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই।

মোস্তফা কামাল বলেন, আমরাসহ অনেকেই কুমিল্লা অর্থনৈতিক অঞ্চলে (ইজেড) বিনিয়োগ করেছি। আমরা ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছি। তবে দুই বছরেও গ্যাস ও বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। আমরা বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য ডাকছি, অথচ নিজের দেশের উদ্যোক্তারা জ্বালানি সংকটে ভুগছেন। এটা অবশ্যই গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। কারণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিনিয়োগের জন্য আবশ্যক।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কঠোর তদারকির কারণে এবার রমজানে নিত্যপণ্যের দাম সর্বকালের মধ্যে সহনীয় পর্যায়ে ছিল বলেও মন্তব্য করেন মোস্তফা কামাল।

তিনি আরও বলেন, যারা কর দেন, তাদের ওপর আরও বেশি করের চাপ আসে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেকের ব্যাংক হিসাব, করনথি তল্লাশি করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া ঢালাওভাবে তল্লাশি করে ব্যবসায়ীদের হয়রানি যেন না করা হয়- সে জন্য এনবিআরের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

জাহাজশিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক কমানোর দাবি জানিয়ে এই শিল্প উদ্যোক্তা বলেন, দেশের জাহাজশিল্পে যন্ত্রপাতিতে এক শতাংশ শুল্ক ছিল। ১৯৯৬ সালে জাহাজকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক মাস আগে শুল্ক বাড়িয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা হয়। ফলে গত পাঁচ-ছয় মাসে একটি জাহাজও কেনা হয়নি। গত বছর এই খাত থেকে ৭৮ কোটি ডলার এসেছে। জাহাজশিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক এক শতাংশে নামিয়ে আনলে তা কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাড়াতে সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন, এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুল খান প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান।